



নিখোঁজ
পর্বতারোহী
মাউন্ট
অন্নপূর্ণায় ফের
নিখোঁজ হলেন
ভারতের
পর্বতারোহী
অনুরাগ বালু
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

৮১ বছরের
ডাকাত রানী
মার্কিন মূলুকে ৮১
বছরের বৃদ্ধা ধরা
পড়লেন চতুর্থবার
ব্যাক ডাকাতি
করতে গিয়ে।
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৮৯ সংখ্যা □ ১৯ এপ্রিল, ২০২৩ □ ৫ বৈশাখ ১৪৩০ □ বুধবার

৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 189 • 19 April, 2023 • Wednesday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

২ মে মামলার রায় ঘোষিত হতে পারে বিলকিস নিয়ে মোদি ও গুজরাত সরকারকে তুলোধনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : সম্প্রতি গুজরাতে মুক্তি পেয়েছে বিলকিস বানোর ধর্ষকরা। এই নিয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও গুজরাত সরকার। মঙ্গলবার তাদের কার্যত তুলোধনা করে বিচারপতি কেএম জোসেফ ও বিচারপতি বিডি নাগারজ্জার ডিভিশন বেঞ্চ বলে, একজন অন্তঃসত্ত্বাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে খুন করা হয়েছে একাধিক লোককে। এই জঘন্য অপরাধকে আর পাঁচটা সাধারণ ৩০২ ধারার (খুনের ধারা) সঙ্গে তুলনা করা যায় না!

আগামী ২ মে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিনই মামলার রায় ঘোষিত হতে পারে। এদিন সুপ্রিম কোর্টের ওই বেঞ্চের তরফে উন্মাদ প্রকাশ করে বলা হয়, ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার আগে অপরাধের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত ছিল। ওই বেঞ্চ বলে, প্রশ্ন হল, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কি আটো গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছে এই মুক্তির বিষয়টি! আজ বিলকিস বানোর সঙ্গে এমনটা হয়েছে, কাল অন্য যে কারও সঙ্গে হতে পারে। আপনি বা আমিও আক্রান্ত হতে পারি। যদি মুক্তির পিছনে যথাযথ কারণ দেখানো না যায়, তবে আমাদের নিজেদের মতো উপসংহার টানতে হবে এই কেসের।

প্রসঙ্গত, গত বছর ১৫ অগস্ট স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বহুল চর্চিত বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ১১ ধর্ষককে

মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাতের বিজেপি সরকার। অভিযোগে ওঠে, বিধানসভা ভোটের আগে হিন্দুত্ব ভোটব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত। গণধর্ষণ ও গণহত্যার মতো নৃশংস কাণ্ডে জাতিদের রীতিমতো জামাই আদরে মুক্তি দেওয়া নিয়ে দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ধর্ষকদের মুক্তির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে দায়ের হয় মামলা। গত ২৭ মার্চ সেই মামলার শুনানিতে ২০০২ সালে গোথরা দাঙ্গার সময়ে ঘটা ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানোর গণধর্ষণ ও গণহত্যাকে সাংঘাতিক বলে উল্লেখ করে, ধর্ষকদের মুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও গুজরাত সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি কেএম জোসেফ ও বিচারপতি বিডি নাগারজ্জার ডিভিশন বেঞ্চ। মঙ্গলবার শুনানিতে ওই নথি জমা কেন দেওয়া হয়নি কেন্দ্র ও গুজরাত সরকারের আইনজীবীর কাছে তা জানতে চান বিচারপতিরা। জবাবে জানানো হয়, ২৭ মার্চের আদেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হচ্ছে। এর পরেই গুজরাত সরকারের নিন্দা করে বিচারপতি কেএম জোসেফ বলেন, আপেলের সঙ্গে যেমন কমলালেবুর তুলনা হয় না, তেমনিই একটা গণহত্যাকে একক খুনের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এটা সমাজের বিরুদ্ধে ঘটা এক অপরাধ, একটা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘটা অপরাধ। যা আর পাঁচটার সঙ্গে তুলনা করা যায় না, তার ট্রিটমেন্টও অন্যদের মতো হবে না।

আতিক-আশরাফ হত্যাকাণ্ড মামলার আবেদন গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন সাংসদ আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরাফের হত্যাকাণ্ডের মামলার আবেদন গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলার শুনানি হবে আগামী সোমবার অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল। পিটিশনে বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের বিশেষ পুলিশ মহানির্দেশক (আইন শৃঙ্খলা)র বিবৃতি অনুসারে, ২০১৭ সালের পর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যানাথের আমলে ১৮৩ জনকে এনকাউন্টার করা হয়েছে। এ নিয়ে তদন্ত করা দরকার। এজন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক। এ ছাড়া, পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন কীভাবে আতিক এবং আশরাফের মৃত্যু হল, সে বিষয়েও তদন্ত করা হোক। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে পিটিশনে বলা হয়েছে, পুলিশের এই ধরনের পদক্ষেপ গণতন্ত্র এবং আইনের শাসনের পরিপন্থী। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে পুলিশকে চূড়ান্ত বিচার বা শাস্তি প্রাদানের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। শাস্তির বিষয়টি শুধুমাত্র বিচারবিভাগের অধীনেই থাকা উচিত।

গত শনিবার রাতে (১৫ এপ্রিল), প্রয়াগরাজের হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য আতিক এবং তাঁর ভাই আশরাফকে নিয়ে গিয়েছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তাঁদের হাতে হাতকড়া পরানো ছিল। হাসপাতালে ঢোকার সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই ভাই। পুলিশের

ঘেরাটোপে থেকে সাংবাদিকদের একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। এসময়, সাংবাদিক সেজে এবং জয় শ্রী রাম স্লোগান তুলে আতিক ও আশরাফের মাথায় ২০ রাউন্ড করে তিন আততায়ী। প্রাণ হারান, দুই ভাই। পুলিশ সূত্রে খবর, আততায়ীরা হলেন লাভলেশ তিওয়ারি, সানি সিং এবং অরুণ মৌর্য। তবে, তাঁদের কোনও পরিচয় সামনে আনেনি যোগী প্রশাসন।

এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে তোলপাড় সারা দেশ। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এত পুলিশ নিরাপত্তা থাকা

২৪ এপ্রিল শুনানি

সঙ্গেও কীভাবে দুই ভাইকে কী ভাবে গুলি করে মারল আততায়ীরা। এর নেপথ্যে বড় কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে বলেও জোর জল্পনা চলছে। এরই মাঝে জানা যাচ্ছে, এনকাউন্টারে মারা যেতে পারেন, এ নিয়ে আদালতে আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করে নিরাপত্তার আবেদন করেছিলেন আতিক। মঙ্গলবার, নিহত আতিকের আইনজীবী বিজয় মিশ্র বলেন, সুরক্ষার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন আতিক আহমেদ (৬০)। উমেশ পাল হত্যা মামলায় তাকে এবং তার পরিবারকে মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়েছে এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তাকে ভুলো এনকাউন্টারে হত্যা করতে পারে—আদালতের কাছে এই আশঙ্কা আগেই করেছিলেন তিনি।

সাগরদিঘির ঢেউ মালদায়

শ'য়ে শ'য়ে মানুষ তৃণমূল ছাড়ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন ত্রিভুজ পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হতে গেলে হতে হবে কোটিপতি। গরিবদের কোনো স্থান নেই তৃণমূলে। এই অভিযোগ করে দল ছাড়লেন মালদার বখীমান তৃণমূল নেতা হামেদুর রহমান। ট্যাল-১ নম্বর ব্লকের মতিহারপুর অঞ্চলের দরিয়াপুরে ছিল কংগ্রেসের ইফতার পার্টিতে কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। সঙ্গে দলবদল করেন কয়েকশ কর্মী। সোমবার জেলা কংগ্রেস আয়োজিত ওই ইফতার পার্টিতে হাজির ছিলেন মালতিপুরের কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক আলবেরকনি

জুলকারাইন, হরিচন্দ্রপুরের প্রাক্তন বিধায়ক মোস্তাক আলম ও সুজাপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা কোতয়ালির সদস্য ঈশা খান চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন প্রাক্তন বিধায়ক। এদিনের ইফতারে প্রায়ে সাড়ে তিন হাজার মানুষ সামিল হয়েছিলেন বলে দাবি কংগ্রেসের। পাশাপাশি যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় সেখানেই। তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন ওই অঞ্চলের ইমামপুর বুথের গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের তৃণমূলের প্রার্থী হামেদুর রহমান সহ শতাধিক তৃণমূল

২ পৃষ্ঠায় দেখুন



দাবদাহ থেকে বাঁচতে মঙ্গলবার (বাঁদিক থেকে) : শ্রমিকদের মধ্যে জল বিতরণ, ধর্মতলায় ট্যান্ডি চালকের করুণ দশা, বাগবাজার ঘাটে গঙ্গার ফুটব্রিজের তলায় আশ্রয় নেওয়া মাছি-মাল্লারা।



ফটো : পূর্বাঙ্গি দাস

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই

স্টাফ রিপোর্টার : রোদের তাপে তপ্ত গোটা বঙ্গ। তার মধ্যেই স্বস্তির খবর শোনাও হওয়া অফিস। অবশেষে বৃষ্টির দেখা পেতে চলেছেন শহরবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শুক্রবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, আগামী ৫ দিন দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি জারি থাকবে। সোমবার যেখানকার তাপমাত্রা সর্বাধিক আকার নিয়েছিল তার মধ্যে মদমদ ৪১ ডিগ্রি। এছাড়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরকেও ছড়িয়ে গিয়েছে মদমদ। এতটাই তাপমাত্রা চড়েছে এখানে। রাজ্যের কোথাও আপাতত তেমন তাপমাত্রা কমার কোনও সম্ভাবনা নেই।

উত্তরবঙ্গের মালদহ এবং দুই দিনাজপুরেও তাপপ্রবাহ চলবে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের একাধিক রাজ্যে তাপপ্রবাহের মত পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আপাতত অবশ্য তেমন সুরাহার কোনও আশা নেই। আগামী ২২ এপ্রিল থেকে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই তাপপ্রবাহ কমবে। তাপমাত্রার দাপটও কমেবে। অর্থাৎ ৪১ ডিগ্রি থেকে কমতে শুরু করবে তাপমাত্রা। এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

পঞ্চায়েত ভোট, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার : যে তাপপ্রবাহ শুরু হয়েছে তা থেকে শিগগির মুক্তির আশা নেই। মঙ্গলবারও হাওয়া অফিস জানিয়েছে যে ২২ তারিখ থেকে দক্ষিণবঙ্গে হাল্কা বৃষ্টি হলেও খুব যে স্বস্তি মিলবে তা নয়। এহেন পরিস্থিতিতে মে মাসে পঞ্চায়েত ভোট না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মে মাসে যে পঞ্চায়েত ভোট নাও হতে পারে তা দ্য ওয়াল-এ আগেই লেখা হয়েছিল। মঙ্গলবার তার আরও একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সূত্রের খবর, এই তীব্র গরম না কমলে ভোটে যেতে চাইছে না নবাব। পাশাপাশি, এখনও পুলিশ সুপার, জেলা শাসক এবং পঞ্চায়েত অফিসারের সঙ্গে নির্বাচন সংক্রান্ত বৈঠকও করেনি কমিশন।

সাধারণত প্রথা হল, পঞ্চায়েত ভোটের আগে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

তৃণমূল নেতাকে তলব সিবিআইয়ের ভাঙড়ে তিনদিন ধরে পুড়ছে বিপুল নথি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভাঙড়ের মাঠে নথিপত্র পোড়ানোর অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা তলব করেছেন রাকেশ রায়চৌধুরী নামে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতাকে। নথি পোড়ানোর ঘটনা প্রকাশে আসার পর জল্পনা ছড়ায় যে, জমিতে ওই ঘটনা ঘটানো হয়েছে তা রাকেশের নামে রয়েছে। যদিও ভাঙড়ের আব্দুল গড়িয়া এলাকায় তাঁর কোনও জমি নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রাকেশ।

মঙ্গলবার সকালে ভাঙড়ের আব্দুল গড়িয়া এলাকায় পঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি মাঠের মধ্যে বেশ কিছু নথিপত্র পুড়তে দেখা যায়। ওই কাণ্ডে সিবিআই জমিমালিক হিসাবে তাঁকে তলব করেছে বলে জানিয়েছেন রাকেশ। যদিও তিনি দাবি করেছেন, ওই এলাকায় তাঁর কোনও জমিই নেই। রাকেশের কথায়, ওখানে আমার কোনও জমি নেই। সিবিআই আধিকারিকরাও আগুন নিভিয়ে তাঁরা উদ্ধার করেন কিছু আধোপাড়া নথি।

বলব ওঁদের সঙ্গে। যদি এক চুল আমার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করতে পারে, আমি ফাঁসির মঞ্চে উঠে যাব। সেই সঙ্গে ওই তৃণমূল নেতার সংযোজন, এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। বিজেপি এবং আইএসএফ এই ষড়যন্ত্র করছে। এতে কোনও লাভ হবে না। ওই জমি কার নামে রয়েছে, তাও তিনি জানেন না বলে দাবি করেছেন রাকেশ।

অভিযোগ উঠেছে, রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা মাঠে উঁই করে রেখেছিলেন নথিপত্র। সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এর পর সকালে স্থানীয়রা বেশ কিছু নথিপত্র পুড়তে দেখা যেতে পান, বিশাল এলাকা জুড়ে আগুন জ্বলছে। ওই নথি কিসের, কেন তাতে আগুন ধরানো হল, তা এখনও অস্পষ্ট। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানা। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে পৌঁছন সিবিআই আধিকারিকরাও। আগুন নিভিয়ে তাঁরা উদ্ধার করেন কিছু আধোপাড়া নথি।

মঙ্গলবার সকালে আচমকাই খবর ছড়ায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে প্রচুর নথি। খবর শুনেই ছুটে যান সিবিআই আধিকারিকরা। অর্ধেক জ্বলে যাওয়া নথি সংগ্রহ করছে তাঁরা। তবে কীসের নথি, কারা জ্বালিয়ে দিচ্ছিলেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য মেলেনি। কোন সত্য গোপন করতে কোন গুরুত্বপূর্ণ নথি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই ভাঙড় ১ রকের তৃণমূল সভাপতি শাহজাহান মোল্লার বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত নথি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল তারা। এই নথি জ্বালানোর সঙ্গে সেই নিয়োগ দুর্নীতি বা শাহজাহানের কোনও যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে সিবিআই।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ভাঙড়ের ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশ্বভারতীর নোটিশের জবাব দিলেন অমর্ত্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের শান্তিনিকেতনের বাড়ি প্রতিষ্ঠা'র গেটে উচ্ছেদের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চলতি মাসেই সেটা করা হয়েছিল। যা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। এবার সেই নোটিশের আইনি যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলেন অমর্ত্য সেন। এই নোটিশে উল্লেখ করা হয়, ১৯ এপ্রিল এই জমি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। আগামিকাল বুধবার নোটিশ অনুযায়ী হেস্তনেষ্ট হওয়ার কথা। তবে তার আগে ১৭ এপ্রিলই বিশ্বভারতীকে চিঠি দিলেন অমর্ত্য সেন।

বিশ্বভারতীকে অমর্ত্য সেন চিঠিতে লিখেছেন, ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত কেমন করে কেউ এই জমি দাবি করতে পারেন? প্রতিষ্ঠা'র জমির আইনশৃঙ্খলা এবং শান্তিরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক। সেটাই অমর্ত্য সেন চিঠি দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে। অমর্ত্য সেন সেখানে আরও জানান, জুন মাসেই শান্তিনিকেতনে ফিরছেন তিনি। তবে বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর জমি বিবাদ এই চিঠিতে যে মিটিছে না সেটা সম্পর্ক। কারণ বিশ্বভারতীর হাতে এখনও এই জমি আসেনি। আর অমর্ত্যের বক্তব্য, জমির লিজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাতে কোনও দাবি করতে পারে না বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বভারতী এই উচ্ছেদ করে দখল করার

নোটিশ দেয় ১৪ এপ্রিল। বিশ্বভারতীর শুনানি ছিল ১৩ এপ্রিল। সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। কারণ তিনি বিদেশে ছিলেন। তারপরই সেন্টে যায় নোটিশ। এই জমি দখল করে রেখেছেন অমর্ত্য সেন বলে বিশ্বভারতীর অভিযোগ। আর পাল্টা অমর্ত্য সেনের দাবি, এই জমি তাঁর বাবার। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নথি হাতে দিয়ে অমর্ত্য সেনের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তাতে ক্ষুব্ধ হন বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। আর মুখ্যমন্ত্রী-অর্থনীতিবিদকে আক্রমণ করেন। ১.৩৮ একর জমি অমর্ত্য সেনের নামে মিউন্টেশন করা হয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে।

মিউন্টেশন করার কথা জানানো হলও বিশ্বভারতী তাঁদের নিজেদের সিদ্ধান্তে অন। অমর্ত্য সেনের আইনজীবীকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পক্ষ থেকে ইমেলে বলা হয়, ১৯৭১ সালের দখলদার উচ্ছেদ আইন অনুযায়ী আগামী ১৯ এপ্রিল কা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থাৎ ওই উচ্ছেদ করে দখল নেওয়া হবে জমি। আর অমর্ত্য সেন চিঠিতে লেখেন, আমার শান্তিনিকেতনের পৈতৃক বাড়িতে বিশ্বভারতীর কিছু জমি আছে এমন একটা বিবৃতি দেখেছি। যে বাড়ি ও জমি ১৯৪৩ সাল থেকে আমরা নিয়মিত ব্যবহার করছি। এই জমির ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কেউ জমি দাবি করতে পারে না।

উপাচার্য নিয়োগের আইনে বদল চেয়ে অর্ডিন্যান্স আনার প্রস্তাব

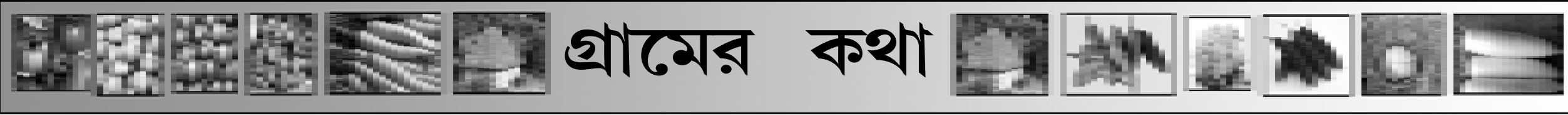
স্টাফ রিপোর্টার : উপাচার্য নিয়োগের আইনে বড়সড় বদল আনছে রাজ্য। সেই আইন বদলানোর জন্য সোমবারই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। উপাচার্য নিয়োগের আইনে সংশোধন চেয়ে রাজ্য অর্ডিন্যান্স পাঠাচ্ছে আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে। সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেই সিদ্ধান্তই অনুমোদন হয়েছে বলেই নবাব সূত্রে খবর। শীঘ্রই অর্ডিন্যান্স আনার জন্য উচ্চ শিক্ষা দফতর মারফত বইল পাঠানো হচ্ছে রাজভবনে বলে সূত্রের খবর। উপাচার্য নিয়োগের জন্য তৈরি করা সার্চ কমিটিতে এবার তিন জন প্রতিনিধি নয়। থাকবে পাঁচ সদস্যের সার্চ কমিটি। পুরনো নিয়ম ফিরিয়ে নিয়ে ইউজিসির মনোনীত প্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ কমিটিতে রাখা হচ্ছে।

নবাব সূত্রে খবর, সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদন হয়েছে। অনুমোদন নেওয়ার পরেই রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হবে অর্ডিন্যান্সের অনুমোদনের জন্য। সেই অর্ডিন্যান্স কার্যকর হলেই উপাচার্য নিয়োগের আইনে বড়সড় বদল আসবে রাজ্যে। নবাব সূত্রে খবর, যে পাঁচ সদস্য সার্চ কমিটি প্রস্তাবিত আকারে তৈরি করা হয়েছে, তাতে ইউজিসির মনোনীত প্রতিনিধি থাকবেন, রাজ্যপালের মনোনীত প্রতিনিধি থাকবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট বা সেনেটের মনোনীত প্রতিনিধি থাকবেন, উচ্চ শিক্ষা সংসদের মনোনীত প্রতিনিধি ও রাজ্যের মনোনীত প্রতিনিধি থাকবে। এই পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি নিয়েই তৈরি হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটি। সম্প্রতি উপাচার্যদের কাছ থেকে পদত্যাগপত্র নিয়ে

অন্তর্ভুক্তিকালীন উপাচার্য হিসেবে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আচার্য তথা রাজ্যপাল চাইছেন রাজ্যের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে স্থায়ী উপাচার্য দ্রুত নিয়োগ করা হয়। নবাব সূত্রে খবর, আচার্যের প্রস্তাব মেনেই উপাচার্য নিয়োগের সার্চ কমিটিতে বদল আনছে রাজ্য। যদিও ইতিমধ্যে রাজ্য ও রাজভবন সংঘাতও শুরু হয়েছে। উচ্চ শিক্ষা দফতরকে না জানিয়ে কেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করে দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে উচ্চ শিক্ষা দফতর। সংঘাতের আবহাওয়ার মধ্যেই রাজ্যপালকে অর্ডিন্যান্স পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করল নবাব।

ভিতরের পাতায়

□ ৪ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ ওষুধ উদ্ধার। পৃষ্ঠা : ২ □ মণিপুরে মহাসঙ্কটে বিজেপি। পৃষ্ঠা : ৫ □ এবার ইউক্রেন থেকে খাদ্য আমদানিতে শ্লোভাকিয়ার নিষেধাজ্ঞা। পৃষ্ঠা : ৭



তীব্র দাবদাহে সবজি, বোরো ধান উৎপাদকদের মাথায় হাত, সংকটে প্রাণী, মৎস্য সম্পদ ও বাগিচা ফসল

সুরত সরকার

তীব্র দাবদাহ এবং অসহ্য গরমে মানুষ যেমন হাঁসফাঁস করছে, ঠিক তেমনি তীব্র দাবদাহে সমস্ত রকম সবজি, বোরো ধান, প্রাণি, মৎস্য সম্পদ ও বাগিচা পালকরা ভাল রকম সংকটের মধ্যে পড়েছেন। ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ভূগর্ভস্থ জল নয়, কালবৈশাখীর ভারী বৃষ্টিই পাড়ে সমস্যা মোকাবিলার নিদান দিতে।

আমরা কথা বলেছিলাম সবজি চাষি সুদাম মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি জানান সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে লতা জাতীয় ফসল খিঙে, চিচিঙ্গা, লাউ, চাল কুমড়া, শশা, উচ্ছে সহ লতানো ফসলের। জল সেচ দিয়েও গাছ টেকানো যাচ্ছে না। গোড়ার শিকড় পচে গিয়ে গাছ মরে যাচ্ছে। কোনও কোনও গাছ বিমুছে।

তীব্র গরমে পটল, উচ্ছে, লঙ্কা জাতীয় ফসলে ভাইরাসের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। পাতা কুঁকড়ে যাচ্ছে।

পটলের ক্ষেত্রে পুরনো গাছে সংকট সবচেয়ে বেশি। ফুল জালি তেমন আসছে না। এতে উৎপাদন হার কমেছে। তার উপর তীব্র গরমে ভূগর্ভস্থ জলস্থর নেমে যাওয়ায় সেচের ক্ষেত্রেও সংকট নেমে এসেছে। সুদাম বাবু জানান যে পটল সেচতে আগে এক ঘণ্টা দশ মিনিট লেগেছিল, এই একই পরিমাণ জমির সেচতে এখন লাগছে দু'ঘণ্টা ৪০ মিনিট। সময় বেড়েই চলেছে। শুধু তাই নয় বাড়িতে জল তোলার জন্য যে হাফ ঘড়া মোটর চালানো হয় জলস্তর নেমে যাওয়ায় তাতো জল উঠছে না। এতে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। মধ্যরাত্রে অনেক চেষ্টার পর কারোর কারোর জল উঠলেও বেশিরভাগেরই উঠছে না। সবজির উৎপাদন কমে গেলেও চাহিদার কারণে দাম খুব একটা কমেনি। তবে দাম খুব না কমলেও কৃষকরা লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। চলতি সপ্তাহে পাইকারি

হাটে পটল বিক্রি হচ্ছে ২৮ থেকে ৩৪ টাকা কেজি, খুচরো আড়াইশো গ্রাম ১৫ থেকে কুড়ি টাকা। খিঙের পাইকারি দর যাচ্ছে ৩৮ থেকে ৪২ টাকা, খুচরো কুড়ি টাকা প্রতি আড়াইশো গ্রাম। পাইকারি হাটে কাঁচকলা বিক্রি হচ্ছে ১৮ থেকে ২২ টাকা কেজি, বরবটি ১৫ থেকে ১৬ টাকা, উচ্ছের পাইকারি দর যাচ্ছে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি, ভেঙি গড়ে ২৫ টাকা, পের্পে ১৮ থেকে ২২ টাকা, শশা ১৫ থেকে কুড়ি টাকা, বেগুনের ফলনেও মার খেয়েছে, যে জমিতে দু'মণ বেগুন উঠতো, সেই জমিতে বর্তমানে বেগুন উঠছে ১০ কেজি, তীব্র দাবদাহে ফুল ফুটছে না। বাজারে তাই সবজির খুচরো বাজার চড়া। একটা ভারি বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সবজির দাম খুব একটা কমবে বলে মনে হয় না। তাই সবজি চাষিরা ভারি বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে।

বোরো ধানের ফলন হ্রাসের আশঙ্কা :

বোরো ধান চাষি শফিউদ্দিন মণ্ডল জানান তীব্র দাবদাহের কারণে বোরো ধানের ফলনও এবার মার খাবে। এবার গড় ফলন হবে ১০ থেকে ১১ বস্তা। যা হয়ে থাকে গড়ে ১৪ বস্তা। ধান ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে। তারা ফলন পেয়েছে গড়ে ১১ বস্তা। বোরো ধানের দামও চড়া। কিছুদিন আগেও যে ধানের দাম ছিল ১২০০ টাকা বস্তা, বর্তমানে ওঠার মুখে সেই ধানের দর যাচ্ছে ১৬০০ টাকা বস্তা। যদিও এই দাম থাকবে না বলেই মনে করেন কৃষকরা। যেভাবে ধানের উৎপাদন খরচা বেড়েছে তাতে ১১ বস্তা ধান পেলে লাভ হবে না। জলস্তর নেমে যাওয়ায় সেচের খরচা দ্বিগুণ তিন গুণ বেড়েছে। প্রাকৃতিক জল না পাওয়ায় ধান গাছের চেহারা ও ছিল বিবর্ণ।

মীন উৎপাদকরাও সংকটে :

তীব্র দাবদাহে পুকুরের জল

গরম হয়ে যাওয়া এবং জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে মীন উৎপাদকরাও সংকটে। আমরা এ বিষয়ে কথা বলেছিলাম ফারুক মণ্ডলের সঙ্গে। তিনি জানান জলস্তর নেমে যাওয়ায় ওয়াটার লেবেল মেন্টেন করা কঠিন হচ্ছে। তার মধ্যে দিয়েও চৈত্র মাসের কুড়ি তারিখ নাগাদ পান্সাসের মিন তুলেছেন। যে মিন বিক্রি হয়েছে ১ টাকা ৩০ পয়সা থেকে ১ টাকা ৭০ পয়সা দরে। কিন্তু সংকট নেমে এসেছে রাজেন্দ্রপুর মীন বাজার থেকে যে সমস্ত মীন উৎপাদক পাটি অন্ধপ্রদেশে মীন সরবরাহ করে তাদের বকেয়া পরিশোধ না হওয়ায় রাজেন্দ্রপুর-এর মীন ব্যবসায়ীরা আর অন্ধপ্রদেশে মাল পাঠাতে নারাজ। এর ফলে অন্ধপ্রদেশে মীন যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। মীন অন্যত্র যাচ্ছে। দর মিলছে ৬০ থেকে ৭০ পয়সা পিস। বকেয়া মিটলে সমস্যা কমবে। তবে তীব্র দাবদাহে

রাজ্যের বড় অংশের জলাশয় শুকিয়ে খাঁ খাঁ। এতে শুধু লোকাল মাহের উৎপাদন ব্যাহত হয়নি, প্রাণিজ সম্পদের তেষ্টা নিবারণও সংকটে। একটা ভারি বৃষ্টিই পারে এই সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ভূমিকা নিতে।

তীব্র দাবদাহে পোল্ট্রি পালকরাও মোটা লোকসানের শিকার :

তীব্র দাবদাহে হিট স্ট্রোক হয়ে মুরগির মৃত্যুর খবর এই মূহূর্তে যত্রতত্র শোনা যাচ্ছে। এই সংকটে রাজ্যের বড় অংশের পোল্ট্রি পালকরা। বন্ধ জায়গায় যাদের খামার তাদের সংকট সবচেয়ে বেশি। গাছের তলায়, হাওয়া বাতাস খেলে এরকম খামারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। এ বিষয়ে . আমরা কথা বলেছিলাম পোল্ট্রি পালক ভোলাবাবুর সঙ্গে। তিনি জানান ১ কেজি মুরগি উৎপাদন করতে ৯৫ টাকা কস্টিং ধরা হয়। এক্ষেত্রে

মুরগি মরে গেলে কস্টিং বেড়ে যায়। বাড়ি লোকসানও। পোল্ট্রি পালকরা সাধারণত ৭ টাকা ৫০ পয়সা করে কমিশন পায়। হিট স্ট্রোকে মুরগি মরে যাওয়ায় সমস্যা বাড়ছে। তবে তাদের মধ্যে যে সমস্ত উৎপাদক সকালে গুড লেবু জল, ভিনিগার মিশ্রণ করে পানীয় হিসেবে খাওয়াচ্ছে, তার দু'ঘণ্টা পর ইলেকট্রন পাউডার অর্থাৎ স্যালাইন জল, তারও পরে কচি আমের শরবত লবণ মিশ্রিত করে মুরগিকে পানীয় হিসেবে খাওয়াচ্ছে তাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। সেই সমস্ত সচেতন পোল্ট্রিতে মৃত্যুর হার নিতান্ত কম।

আম বড়ছে বৃষ্টির অভাবে :

বৃষ্টির অভাবে বাগিচা ফসল উৎপাদকরাও চরম সংকটে। আম গাছে ভালো রকম আম এলেও ভারি বৃষ্টির অভাবে গাছ এই ফল ধরে রাখতে

পারছে না। বারছে অনবরত। এতে আমের ফলন মার খাবে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু আমই নয়। অন্যান্য বাগিচা ফসলের একই হাল। সুপারি গাছ পুড়ে যাচ্ছে। গাছে মুকুল এলেও তা গুটি ধরে রাখতে ব্যর্থ। লেবুর অবস্থাও ভালো নয়। বাতাবি লেবুরও গুটি বরছে। ভারি বৃষ্টিই পারে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে।

জলাভাবে পাট পুড়ছে :

কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে ভর করে পাট বুননের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও পরবর্তী কালে আর বৃষ্টি না হওয়ায় পাটগাছ পুড়ছে। কৃষকরা পাট বাঁচাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে।

কালবৈশাখীর ভারি বৃষ্টি হলে সার্বিক অবস্থারই উন্নয়ন ঘটবে বলে মনে করে সুদাম, শফিউদ্দিন, ভোলাবাবুরা। তাই তাদের দৃষ্টি এখন আকাশের দিকে, সবারই প্রার্থনা একটা ভারি বৃষ্টি হোক প্রতিকূল অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ঘটুক।

চাকরি নেই, শিক্ষিত যুবক তাপস দাস এখন ভ্রাম্যমান জুতো বিক্রেতা

শায়েস্তা খাঁ



অনেক চেষ্টা করেও সরকারি চাকরি জুটলো না, তার মধ্যে যে চাকরিটা কষ্ট করে জুটলো তা এক হোটেল বয়। চাকরির স্থান সন্টলেব সেক্টর ফাইভ। অভিজাত এলাকা। কিন্তু হোটেলে রাত বেরাতে যেসব কর্মকাণ্ড চলে তাতে গাঁয়ের ছেলের মনে সায় দেয় না। তবু পেটের টানে চলছিল। তার মধ্যে চলছিল পড়াশুনা, ইন্টারভিউ। কিন্তু বছর পাঁচেক বাদেও যে কোন রকম সরকারি কাজ জোটাতে না পারায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল হোটেলের কাজ। শেষমেশ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফেরা। কিন্তু অভাব যে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অগত্যা নিত্যপ্রয়োজনীয় হরেক রকম হরেক দামের হরেক কোম্পানির জুতো নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া।

তাপস দাস। বাড়ি নদীয়ার সুভাষ নগরে। অভাব অনটন পরিবারের নিত্য সঙ্গী। তার মধ্যেই পড়াশুনা চলে হরিণঘাটা কলেজে। পরিবারের

অনেক আশা কলেজে পড়ছে ছেলের কিছু একটা জুটে যাবে। কলেজে বন্ধুদের মধ্যে কারো হয়নি তা ঠিক নয়। তবে তারা বেশিরভাগই অবস্থাপন্ন। বাপের টাকের জোর আছে। তারা কেউ শাসকদের নেতা কেউ সমর্থক। সেই সব বন্ধুরা অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত। তাপসের রাস্তায় নামা এবং লড়াইয়ের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তাপসবাবু জানান হোটেলের চাকরি ছাড়ার পরেই ভাবছিলাম কোন একটা স্বাধীন ব্যবসা করব। যেখানে তিনি নিজেই মালিক নিজেই কর্মচারী। সম্পূর্ণ স্বাধীন।

জুতোর ব্যবসা প্রসঙ্গে তিনি জানান বিভিন্ন নামিদামি কোম্পানি এবং লোকাল কোম্পানির হরেক রকম হরেক দামের জুতো তোলেন কখনো চাকদহ পাইকারি হাট থেকে, কখনো হাবরা, আবার কখনো কলকাতার বিভিন্ন মার্কেট থেকে।

এই জুতো এনে নিজস্ব ভান রিক্রায় সাজিয়ে গুছিয়ে নেন। তারপর এই জুতোর দোকান

নিয়ে হরিণঘাটা, মোহনপুর এবং দত্তপাড়ার হাটের দিনগুলিতে বিক্রি করেন। একই সঙ্গে সময় পেলেই বেরিয়ে পড়েন পাড়ায় পাড়ায়।

কখনো দুশো টাকা, কখনো ৩০০ টাকা লাভ হয়। বর্তমান সময়ে তীব্র দাবদাহে বোরোনোই কঠিন। প্রায় রোজগার ভেঙ্গেই খেতে হচ্ছে এ সময়।

তাপস দাস জানান এই ধরনের জুতার ব্যবসা বাঁকুড়ার বেকার ছেলের দখলে। হাটে না বসলেও তারা কমিশন ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসা পরিচালনা করে। স্থানীয়ভাবে এলাকায় ঘর নিয়ে থাকে। সকালাবেলা বেরোয়, বিক্রি বাট্টা শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে।

বিয়ে করেছেন, একটি মেয়েও আছে। নিজে শিক্ষিত হয়েও কিছুই করতে পারেননি। তাই মেয়েকে খরচ খরচা করে ভালো স্কুলে ভর্তি করেছেন। মেয়ে যেন বাবার মত না ভোগেন এই ভাবনাকে বুকে নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন তাপস দাস।

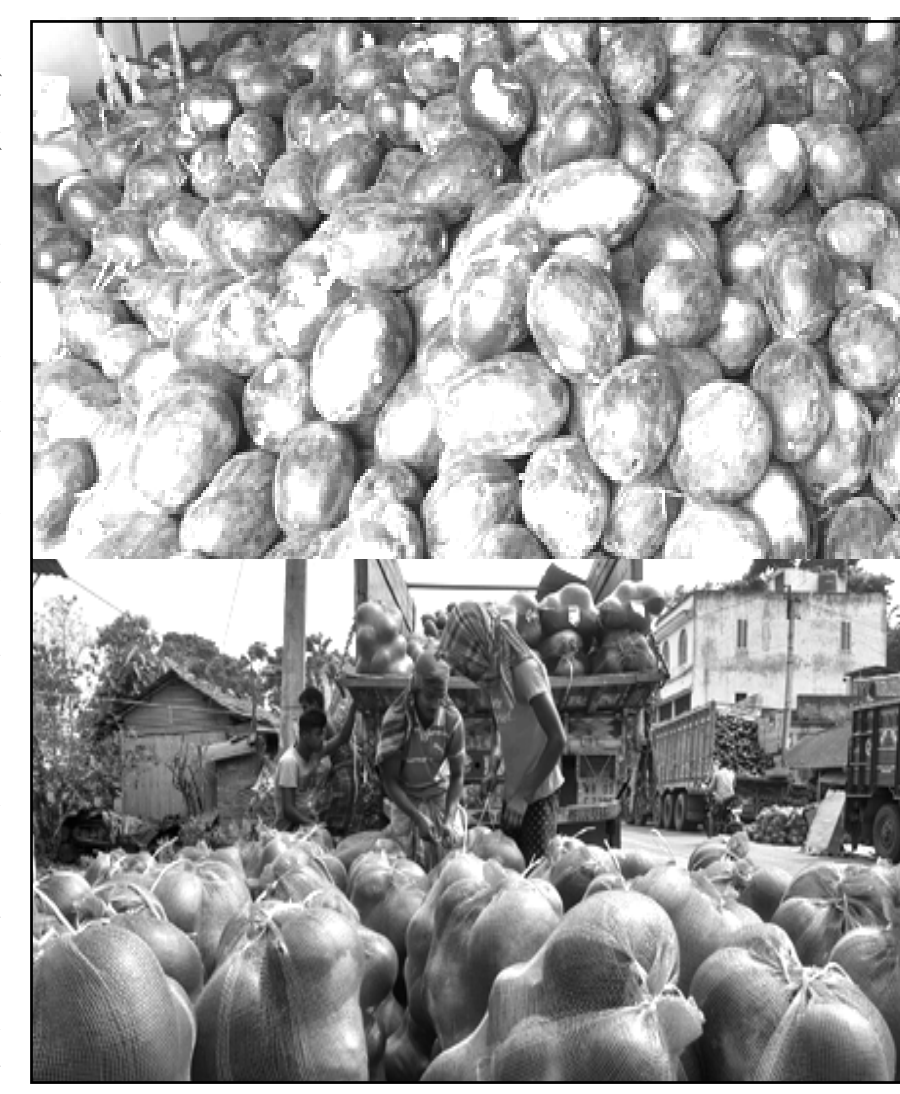
সিন্ধা – ভান্ডারখোলার ব্যবসায়ীদের হাত ধরেই তরমুজ পৌঁছচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে

সুতপা সরকার

সিন্ধা — ভান্ডারখোলার ব্যবসায়ীদের হাত ধরেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও রাজ্য থেকে সংগৃহীত তরমুজ পৌঁছে যাচ্ছে রাজ্যের সমস্ত প্রান্তে। ছোট-বড়-মাঝারি যেকোনো বাজারে খন্দেররা যে তরমুজ দেখতে পাচ্ছেন, স্বাদ গ্রহণ করছেন তার একটা বড় অংশ সরবরাহিত হয় হরিণঘাটা রকের নগরউখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিন্ধা—ভান্ডারখোলা বাজার থেকে। গত কুড়ি পঁচিশ বছর তরমুজ ব্যবসায় রাজ্যে সিন্ধাই এক নম্বর। সিন্ধা—ভান্ডারখোলা বাজারে এই ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য কমবেশি পঁচিশটি আড়ত আছে। ভান্ডারখোলা গ্রামের ৪০ শতাংশ যুবক তরমুজ কেন্দ্রিক বহুমুখী ব্যবসায় যুক্ত আছেন। দিন দিন তার প্রসার ঘটছে।

আমরা কথা বলেছিলাম ভান্ডারখোলার তরমুজ ব্যবসায়ী বিশ্বেশ্বর সরকারের সঙ্গে। যিনি ১৭-১৮ বছর এই ব্যবসায় যুক্ত আছেন। বিশ্বেশ্বর বাবু জানান বছর ৩০-৩৫ আগে ভান্ডারখোলা এবং তার আশপাশ এলাকায় তরমুজ চাষ হতো। যা বিভিন্ন কারণে স্তব্ধ হয়ে গেলেও তার প্রসার ঘটছে নিমন্তলা, নহাটা এলাকায়। ৩০-৩৫ বছর আগে উৎপাদন এবং ব্যবসায়িক ভাবে এগোনো সিন্ধা—ভান্ডার খোলা ধরে রেখেছে তার পুরনো ব্যবসায়িক ঐতিহ্য। সেই সূত্রে সে আজও রাজ্যের তরমুজ ব্যবসার পথপ্রদর্শক।

বিশ্বেশ্বর বাবু জানান ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিক থেকে শুরু হয়ে যায় তরমুজ ব্যবসা। তখন ভান্ডার খোলায় তরমুজ আসে অন্ধপ্রদেশ, তেলঙ্গানা, কর্ণাটক, পরপর আসে মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ,



মধ্যপ্রদেশ থেকে। শিন্ধা থেকে তরমুজ ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ছোট বড় মাঝারি ফল বাজারে, বিভিন্ন মলে। আর চলতি সময়ে রোজা ও ইফতারের মাস থাকায় তরমুজের চাহিদা বেশ ভালো বলে জানান এলাকার ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে দক্ষিণ ভারত এবং উত্তর ভারতের তরমুজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। বাজার এখন দখল নিয়েছে আমাদের রাজ্যের তরমুজ উৎপাদক বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান এবং ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকার তরমুজে। উত্তরবঙ্গের কুচবিহার,

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কমবেশি তরমুজের চাষ আছে। তবু সিন্ধার তরমুজ কমবেশি উত্তরবঙ্গেও যায়।

সিজনের প্রথম দিকে যখন ভিন রাজ্যের তরমুজ আসছিল সিন্ধায় তখন তরমুজের পাইকারি দর ছিল এক নান্দার স্পেশাল ১৪ থেকে ১৮ টাকা। যা বাজারে খুচরো বিক্রি হয়েছে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কেজি। আর তখন মাঝারি মানের বিক্রি হয়েছে ৮ থেকে ১২ টাকা কেজি। খুচরো কুড়ি থেকে ২৫ টাকা কেজি। উল্লেখ্য তরমুজের গত বছরের দাম

ছিল ১৭ থেকে ২০ টাকা কেজি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তরমুজের উৎপাদন ব্যাহত হয়। দর বৃদ্ধির এটাই হয়তো অন্যতম কারণ। চলতি বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেনি। বাজারে তরমুজের ভালো রকম যোগান আছে। তাই দর অনেকটা নিয়ন্ত্রণে।

তরমুজকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র সিন্ধাতেই ৪০০ কৃষি শ্রমিক কাজ করে। সিন্ধার আড়ত দারের এজেন্ট যেমন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যায়, ঠিক তেমনি ভিন রাজ্যেও যায়। সেখান থেকে মাল লোডিং করে কখনো কখনো সিন্ধা

বাজারে আসে। আবার কখনো কখনো সরাসরি মাঠ থেকেই খুচরো ব্যবসায়ী, বিভিন্ন মল, পাইকারি হাটে পৌঁছে যায়। সিন্ধা বাজারে এলে মাল বাছাই করে খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়। কখনো সরাসরি কলকাতা, হাওড়া ও আশপাশের বিভিন্ন ছোট বড় মাঝারি মার্কেটে তরমুজ পৌঁছে যায়। শুধুই আড়তদার নয়, ছোট বড় গাড়ি তরমুজ সরবরাহে ব্যস্ত থাকে। তরমুজকে কেন্দ্র করে তাদেরও ভালো ব্যবসা হয়। উল্লেখ্য সিন্ধার তুলনায় ছোট হলেও ধুলাগড়, ঘটকপুকুর এলাকায় পাইকারি মূল্যে তরমুজ বিক্রি করা হয়।

তবে চলতি বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাড় শিলাবৃষ্টি তেমনভাবে না হওয়ায় তরমুজ চাষ খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু কৃষকের মাঠে বিশেষ করে রাজ্যের তরমুজ উৎপাদকদের মাঠে বর্তমানে তরমুজ বিক্রি হচ্ছে ৬ থেকে ৮ টাকা কেজি। যার খুচরো বাজার দর কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকা কেজি। তরমুজ ব্যবসায়ীদের ধারণা রোজার মাস চলে গেলে তরমুজের বাজারে কিছুটা মন্দা দেখা দেবে। তাই তিনি কৃষকদের রোজা পর্ব সমাপ্ত হবার আগেই যতটা সম্ভব মাল বিক্রির পরামর্শ দেন। বিশ্বেশ্বর বাবু জানান দক্ষিণ ভারতে এখন সারা বছরেই কমবেশি তরমুজ চাষ হয়। অসময়ে তার বাজার থাকে চড়া।

তবে বর্তমানে যেভাবে রাজ্যজুড়ে দাবদাহ চলছে এই অসন্তোষের সময় তরমুজেই হচ্ছে উপযুক্ত দাওয়াই। শরীর ঠান্ডা রাখতে, শরীরে জলের ও বহুমুখী ভিটামিন এর অভাব দূর করতে তরমুজের জুরি মেলা ভার।

কালান্তর

সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৮৯ সংখ্যা □ ৫ বৈশাখ ১৪৩০ □ বুধবার

প্রশ্ন উঠেছে ‘রাষ্ট্রের হাত’ ছিল কি না

প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও বিধায়ক আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই সাবেক বিধায়ক আশরাফ আহমেদ হত্যার তদন্তে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর প্রদেশ রাজ্য পুলিশ তিন সদস্যের এক বিশেষ তদন্ত দলও গঠন করেছে। সেই দলের তদন্ত ঠিকমতো হচ্ছে কি না, দেখতে গড়া হয়েছে আরও এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। তাতে এই হত্যা রহস্যের কিনারা কতটা হবে, সেই প্রশ্ন ছাপিয়ে উঠে এসেছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যাতে পুলিশের গাফিলতি স্পষ্ট। আর এসব প্রশ্ন থেকেই জন্ম এই জোড়া খুনে ‘রাষ্ট্রের’ হাত ছিল কি না।

প্রশ্নটা উঠছে। কারণ, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ একাধিকবার বলেছেন, রাজ্য থেকে ‘গুন্ডা ও মافیয়ারাজ’ পুরোপুরি খতম করে দেবেন। ইতিমধ্যেই তাঁর রাজত্বে শতাধিক এ ধরনের খুনের ঘটনা ঘটেছে। রাজ্য পুলিশের রেকর্ড বলছে, ২০১৭ সাল থেকে আদিত্যনাথের রাজত্বে মোট ১০ হাজার ৯০০টি ‘এনকাউন্টার’-এর ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় ১৮৩ ‘অপরোধী’ নিহত হয়েছেন বলে সম্প্রতি পিটিআইকে জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল (আইনশৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার। পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী, ১৩ পুলিশ কর্মীও নিহত হয়েছেন। ৫ হাজার ৪৬ জন আহত হয়েছেন। ২৩ হাজার ৩০০ ‘অপরোধীকে’ গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে ইতিমধ্যেই আরজি জানানো হয়েছে।

মজার কথা, সিটের আতিক হত্যা তদন্ত তদারকি করতে আবার গড়া হয়েছে এক ‘সুপারভিশন’ দল। এই দলের নেতৃত্বে রয়েছেন রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক আর কে বিশ্বকর্মা। এত কিছুর প্রয়োজনীয়তা কেন এবং এতে কাজের কাজ কতটা হবে, সেই প্রশ্ন রাজনৈতিক মহল ও সামাজিক মাধ্যমে উঠতে শুরু করেছে। এসব প্রশ্নের মধ্যেই তিন আততায়ী সানি সিং, অরুণ মৌর্য ও লাভলেশ তিওয়ারিকে আজ সোমবার প্রয়াগরাজ নৈনি সেন্ট্রাল জেল থেকে নিরাপত্তার খাতিরে প্রতাপগড় জেলা কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের সন্দেহ, ওই তিন আততায়ী আক্রান্ত হতে পারেন। প্রশ্ন উঠেছে, নিরাপত্তাই যদি কারণ হয়ে থাকে, তা হলে তিন সন্দেহভাজন খুনিকে কেন একই কারাগারে রাখা হয়েছে?

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর রাজ্য প্রশাসনে নেই। যেমন নেই অত্যন্ত গুরুতর কিছু প্রশ্নের জবাব। অনেকেই এই ঘটনাকে ‘আর্ট অব এলিমিনেশন’ বলে কটাক্ষ করেছেন। সামাজিক মাধ্যমও এ নিয়ে সরব। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে দাবি, অকুস্থলে সাংবাদিক সেজে আসা তিন আততায়ীকে পুলিশের গাড়ি থেকেই নামতে দেখা গেছে। এই হত্যাকাণ্ডের ‘প্রকৃত মদদদার’ কারা, তা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কেন রাত ১০টায় দুই ভাই আতিক ও আশরাফকে হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আনা হয়? কোনো জরুরি মেডিকেল কারণ ছিল কি? এত ঝুঁকিপূর্ণ দুই অপরাধীকে কেন হাসপাতালের বাইরে গাড়ি থেকে নামানো হলো? গাড়ি কেন হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো না? কেন তাঁদের সর্বসমক্ষে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? দুই ভাইকে হত্যা করে তিনজনই আত্মসমর্পণ করলেন?

প্রশ্ন তুলেছে সংবাদমাধ্যমও। আতিকের শরীরে নয়টি ও আশরাফের শরীরে পাঁচটি বুলেট ক্ষত পাওয়া গেছে। টানা ২২ সেকেন্ড ধরে মোট ২০টি গুলি চালান ও খুনি, অথচ পুলিশ একটি গুলিও ছুড়ল না কেন? হত্যার পর ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি দিতে দিতে তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন! আতিক ও আশরাফের নিরাপত্তার দায়িত্ব যাদের ওপর ছিল, তাঁদের কারও বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার এখনো কর্তব্যে গাফিলতির কারণে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি! ফলে, ‘রাষ্ট্রের হাত’ প্রশ্ন ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে।

“শিক্ষা যখন ভারতবর্ষের শিশুদের মৌলিক অধিকার”

জহরলাল চ্যাটার্জি

সভাপতি, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

‘শিক্ষা ছাড়া জীবন অর্থহীন, সবার বাঁচার অধিকার আছে।’ সুপ্রিম কোর্টের রায়/উমিকৃষ্ণন মামলা।

সাম্প্রতিক কালে খবরের কাগজ খুললেই নানান দুঃসংবাদ দৃষ্টিগোচর হয়। তাতে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ আঁতকে উঠেন। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে ৮২০৭টি বিদ্যালয় (প্রাথমিক ৬৮৪৫টি এবং উচ্চপ্রাথমিক ১৩৬২টি) বন্ধ করে দেওয়া হলো, মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাড়ে চার লক্ষ পরীক্ষার্থী কমে গেল। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষায় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির দায়ে শিক্ষা বিভাগের প্রায় সকলেই জেলবন্দি। এখন শোনা যাচ্ছে, লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সাদা খাতায় বিডিও, পৌর সংস্থার কর্মীবর্গ, নার্সিং ক্যাডার সহ অধ্যাপনার চাকরি সহ সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকার ও সংবিধানের উপর আঘাত এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিপন্নতা ‘কেন্দ্রীয় সরকারের নিউ এডুকেশন-২০২০’ ঘটনাগুলি ভবিষ্যৎ।

শ্রেণিস্বার্থে শ্রেণিচরিত্র প্রতিফলিত হয় ধনিকশ্রেণির শাসনব্যবস্থায়। এইগুলি তাদের উৎপাদিত ফসল। সরকার পরিবর্তিত হলে সরকারের চাহিদার দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়। ২০১১ সালে রাজ্য সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক দাবি ও চাহিদা, সামাজিক দায়বদ্ধতা সহ অর্থনৈতিক সমস্যার দিক পরিবর্তন হয়েছে।

আমার আলোচ্য বিষয় শিক্ষা সম্পর্কিত। শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস ভারতবর্ষের প্রায় সার্বশতাব্দীর এই দীর্ঘ আন্দোলনের প্রাপ্তি ফসলগুলো আজ অবহেলিত ও লাঞ্চিত হওয়ারই কথা—শিক্ষার পরিসর কমাতে বিদ্যালয় বন্ধ হবে, শিক্ষাকে পণ্য করে বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ করা হবে। শিশু দারিদ্র, বঞ্চনা আর বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এবং হবে। শ্রমের বাজারে এইসব শিশু অবিরাম স্রোতে পরিণত হবে। শ্রেণিস্বার্থে ধনিকশ্রেণির সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সমাজের বৃহত্তর অংশের দায়বদ্ধতা থাকে না। তাই পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষে অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ও অর্জিত অধিকারে রাজনৈতিক আঘাত আসবে এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে পরিণত হবে। এরা জানে সমাজের মেরুদণ্ডকে ভাঙতে গেলে শিক্ষার উপর আঘাত হানতে হবে, কারণ শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব।

শিক্ষা আন্দোলনের পর্য্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে কেন বিদ্যালয় বন্ধ হচ্ছে বা শিক্ষাকে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ কোথাও কোথাও গৈরিকীকরণ করা হচ্ছে।

১৮৭০ সালে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনে “বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন” চালু করেন, পরাধীন ভারতবর্ষে এ আইন চালু করার জন্য দাবি সোচ্চারিত হলো। যদিও সেই সময় বরোদার মহারাজা নিজ তালুক আমরেগিলিতে প্রথমে ছেলেদের পরে সকলের জন্য শিক্ষা আইন চালু করেন। তখন থেকে ভারতবাসী স্বপ্ন দেখেছিল, ভারতবর্ষের শিশুরাও একদিন বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনের মধ্যে আসবে, এসেও ছিল ২০০৯ সালে আইনে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর সংবিধান রচনাকালে গণপরিষদে দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হয়, সংবিধানের নির্দেশায়ক নীতির ৪৫ নং ধারায় উল্লিখিত হলো ১৯৫০ সালে সংবিধান গৃহীত হলো, ১০ বছরের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯৬০ সালের মধ্যে) সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় আনা হবে, সেখানেও সদিচ্ছার অভাব। শিক্ষায় দরদ দেখানোর জন্য নামকায়তে বিভিন্ন কমিশন গঠন সহ আলোচনা সভা করে রিপোর্ট প্রকাশিত হলো, রিপোর্ট

রিপোর্টেই থেকে গেল। প্রচলিত প্রবাদের মত ‘নদী ফুফাচ্ছিল কেন, পার হলোই তো।’ ১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের শিশু-সনদ-এ সাকল শিশুর (০-১৮) শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে বলা হয়, ভারতবর্ষ অন্যতম সাক্ষরকারী দেশ। ১৯৯২ সালে এই শিশু সনদটি ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জোমতিয়ানে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সকলের জন্য শিক্ষা কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়।

১৯৯৩ সালে উমিকৃষ্ণন (অজ্ঞপ্রদেশ) মামলার শিক্ষার অধিকার বিষয়ে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়, ‘শিক্ষা ছাড়া জীবন অর্থহীন, সবারই বাঁচার অধিকার আছে।’ কোর্ট সংবিধান অমান্যতার প্রশ্ন তোলে।

২০০২ সালে ৮৬তম সংবিধান সংশোধনীতে সংবিধানের ৩৩নং পরিচ্ছেদের (মৌলিক অধিকার) জীবনের অধিকার (২১ নং অনুচ্ছেদ এবং ৪ নং পরিচ্ছেদের নির্দেশায়ক নীতি) ৪৫ নং অনুচ্ছেদের মেলবন্ধন করে, সংশোধনীতে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারভুক্ত করে ২১ নং অনুচ্ছেদের ‘A’ উপধারায় যুক্ত হল। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age six to fourteen year in such as a way as the state may, by law, determine. সংশোধনীতে ৪৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হ’ল The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children untill they complete the age a six years.

শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকারভুক্ত হলো এবং ২০০৯ সালে ‘শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯’ (The Right of children to free and compulsory education Act-2009) সর্বসম্মতিক্রমে পার্লামেন্টে অনুমোদিত হলো, ২৬ আগস্ট, ২০০৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে আইন-এর রূপ পেল। ০১-০৪-২০১০ তারিখ থেকে আইন বলবৎ হয়েছে।

শিক্ষা বর্তমানে মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃতি পেলেও দেশের বহুসংখ্যক শিশুর শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশাধিকার ঘটেনি। যাদের ঘটেছে তাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ বিদ্যালয় ছুঁ। শিশুরাই বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। কমন স্কুল সিস্টেম এই অবস্থার অনেকেংশে বদল ঘটাতে পারে, যদি সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে।

এবারে আসা যাক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রাজ্যে ৮২০৭টি বিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে। পাল্টা প্রশ্ন এই ৮২০৭টি বিদ্যালয় স্থাপিত করেছিল কেন? সপাট উত্তর—চাহিদার দাবিতে রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কারণে বামফ্রন্ট সরকার ‘সকলের শিক্ষার অধিকার’কে মর্যাদা দিয়ে সমাজের দাবিকে মান্যতা দিয়ে বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছিলেন। আমি শিক্ষক সমিতির (BPTA) প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষা প্রশাসনের অংশীদার ছিলাম।

১৯৭৭ সালের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল, সেটা জানতে হবে—প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের কিনে পড়াশোনা করতে হত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের

পাঠ্যপুস্তক কিনে এবং বিদ্যালয়ে বেতন (টিউশন ফি) দিয়ে পড়াশোনা করতে হত। ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি জমা পড়লে মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন হতো। আমি যখন ছাত্র ছিলাম (গত শতাব্দীর ষাটের দশকে) পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৩.৫০ টাকা, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে ৪.২৫ টাকা এবং নবম ও দশম শ্রেণিতে ৫.০০ টাকা টিউশন ফি দিতে হতো, তখন চালের কেজি ছিল ১.৭৫ টাকা থেকে ২.০০ টাকা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কোনো বেতন স্কেল ছিল না, খুশি মতো মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হতো, গৃহ ভাড়া ভাতা ও চিকিৎসার ভাতা, চিন্তা করাই যেত না। পেনশন গ্র্যাচুইটির বালাই ছিল না। অথচ ১৯৫০ সালে সংবিধানের নির্দেশায়ক নীতি ৪৫ নং ধারায় জল জল করতো, তদানীন্তন সরকার এই সংবিধানের ধারে কাছে যেত না। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার শাসনক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার অধিকারকে রাজনৈতিক এজেন্ডা হিসাবে গ্রহণ করে অগ্রাধিকার দিয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করা হলো। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বিদ্যালয়ে টিউশন ফি মকুব করে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া হলো।

সংবিধানের ৪৫ নং ধারা মান্যতা পেল অর্থাৎ সমস্ত শিশু বিদ্যালয়ে আঙ্গিনায় আনার পরিকল্পনা গৃহীত হলো। সমাজের সমস্ত স্তরের সন্তানসন্ততি বিদ্যালয়মুখী হলো। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্যালয়কে ছাত্রছাত্রীদের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। শিক্ষা বিপ্লবে পরিণত হলো। কয়েক বছর পর গত শতাব্দীর নব্বই দশকে এমন অবস্থা তৈরি হলো প্রাথমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানের অভাবে ভর্তি হতে পারছিল না। অভিভাবকরা এই ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুনরায় চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করতে বাধ্য হত। সমস্যা সৃষ্টির সমাধানে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় সিদ্ধান্ত হয় তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতি একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। আরও সিদ্ধান্ত হয় শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের এই বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনে অংশদারিত্ব ছিল। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং পরিকাঠামো তৈরি সহ শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করে ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বিদ্যালয় ছুঁ বন্ধ হয়, শিশুদের পুনরায় চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি না হয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারত, এক বৎসর নষ্ট হতো না।

শিক্ষা প্রসারে বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিশু শিক্ষাকেন্দ্র (এস এস কে) এবং পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা

কেন্দ্র (এম এস কে) উন্নত পরিকাঠামোয় সহায়ক/সহায়িকা নিয়োগ করে স্থাপিত হয়েছিল। এখানে বলে রাখা ভালো, বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার সহ শ্রমদিবস সৃষ্টির ফলে সমাজের সমস্ত স্তরের সন্তানসন্ততি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতো, বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন আহারের ব্যবস্থাও ছিল। বোম্বাইন বিজ্ঞানসন্মত পাঠ্যসূচি ছিল, আনন্দদায়ক পাঠ্যক্রম ছিল, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। প্রতি বছর স্বচ্ছতার সঙ্গে উপযুক্ত যোগ্যমানের শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ প্রভূত কারণে শিক্ষাব্যবস্থাকে গৌরবোজ্জ্বল ছিল।

২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উপাদানের পরিবর্তন হল। অর্জিত অধিকার সহ সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আঘাত হানা শুরু হলো। বিদ্যালয় থেকে বিদ্যাকে লয় করার প্রক্রিয়া শুরু হলো। শিক্ষাকে বন্ধ্যা করার জন্য—অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস তৈরি হলো, শিক্ষক নিয়োগে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে সাদা খাতা জমা দিয়ে নিম্নমানের শিক্ষক নিয়োগ হলো, তাও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এসব শিক্ষক বিদ্যালয়ে অংক, ইংরেজি সহ পঠনপাঠনে একেবারেই অযোগ্য। গ্রাম থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শহরকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে বদলি করা হয়েছে। প্রতি বছর নিয়োগ ব্যবস্থা চালু ছিল, ২০১১ সালের পর নিয়োগ ব্যবস্থা শিথিল হলো, বিদ্যালয়গুলি শিক্ষক শূন্যতায় ভুগতে লাগলো। শিক্ষার অঙ্গন রক্তক্ষয়তায় ভুগতে থাকায় অভিভাবকগণ শিক্ষকবিহীন বিদ্যালয়ে তাদের সন্তানদের ভর্তি করতে সাহস পাচ্ছিল না। ত্রুণমূল সরকার চাইছে নানান প্রক্রিয়ায় সরকারি ব্যবস্থাপনার শিক্ষালয়গুলিকে দুর্বল করে দিতে। পরোক্ষভাবে শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের জন্য উৎসাহিত করছে। মদতদাতা কেন্দ্রীয় সরকারও চাইছে শিক্ষা বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও গৈরিকীকরণ হোক। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি আমি যে বিদ্যালয়ে প্রায় চল্লিশ বছর শিক্ষকতা করেছি, সেই বিদ্যালয় প্রায় তিন বছর শিক্ষক শূন্য ছিল, দুইজন প্যারাটিচার বিদ্যালয় চালাতো। আমার গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, সেখানে শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন সকলেই বদলি হয়ে গিয়েছেন, (একমাত্র প্রধান শিক্ষক ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ছিলেন, সম্প্রতি চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর চাকরি চলে যায়। একা কুস্ত রক্ষা করছেন প্রধান শিক্ষকমশাই, তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, “আপনার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।” আমার ঐ গ্রাম থেকে নিকটবর্তী উচ্চ বিদ্যালয় প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার দূরে। আমার প্রচেষ্টায় ঐ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

শ্রদ্ধেয় জ্যোতি বসু বলতেন—সরকার না চাইলে সেই রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় না। ঠিক অনুরূপভাবে, সরকার না চাইলে সেই রাজ্যে শিক্ষা থাকবে না।



কুড়মি আন্দোলনের শিকড়ের খোঁজে কুমার রাণা

প্রতিবেদনটি প্রথম ‘মার্কসবাদী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে ঐ পত্রিকার সৌজন্যে এখানে পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে।
—সম্পাদকমণ্ডলী, কালান্তর

১

উনিবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে কুড়মি মাহাত্মদের ক্ষত্রিয় মর্যাদাভুক্তির দাবিতে আন্দোলন, প্রকৃতপক্ষে, এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার প্রকাশ। শুধু কুড়মি মাহাত্মাই নন, সেই সময় নীচু জাতের অনেক গোষ্ঠীই নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচিতি তুলে ধরতে থাকেন। যেমন মাল (মল্লক্ষত্রিয়), বাগদি (বর্গক্ষত্রিয়), পোদ (পৌন্ড্রক্ষত্রিয়), আগুরি (উগ্রক্ষত্রিয়) প্রভৃতি। আবার কোনও কোনও জাতি নিজেদের উৎস থেকে বিযুক্ত হয়ে জাতি-কাঠামোর অপরের দিকে স্থান করে নেন। তিলি, সদগোপ, মাহিয়া প্রভৃতি এর উদাহরণ। যাই হোক, অন্যান্যদের মতোই কুড়মিদের মধ্যকার কিছুটা সঙ্কম হয়ে ওঠা একটা অংশ যখন দেখলেন যে, শিক্ষায়, রাজনীতিতে, চাকরি, বা পেশাগত জীবিকাতে হিন্দু উঁচু জাতের লোকের একাধিকার, তাঁদের মনে হল, সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার অঙ্গিনে নিজেদের জায়গা করে নেওয়ার একমাত্র উপায় নিজেদের জন্য জাতি-কাঠামোর ওপরের দিকে জায়গা করে নেওয়া।

পশ্চিমাঞ্চলে কুড়মি-মাহাত্মদের আন্দোলন গতি পেয়েছে। ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলে মাঝে মাঝেই রেল ও রাস্তা রোকের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সমর্থকরা সরকারের কাছে নিজেদের দাবি তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তাঁদের প্রধান দুটো দাবি হল, কুড়মি-মাহাত্মদের আদিবাসী (এসটি তফসিলি জনজাতি) তালিকায় পুনরায় অন্তর্ভুক্তি এবং কুড়মালি ভাষার স্বীকৃতি। এই মুহূর্তে বোধ হয় বেশি জোর পাচ্ছে তাঁদের তফসিলি জনজাতি (এসটি) তালিকায় অন্তর্ভুক্তি।

অপরদিকে, সবদিকে প্রকাশ, তফসিলি জনজাতিভুক্ত, বিশেষত সংখ্যাবহুল সাঁওতালরা এই দাবির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝুঁঁশিয়ারি দিয়েছেন। সুতরাং আন্দোলনটি এখন আর রাষ্ট্রের কাছে জনসমাজের দাবি আদায়ের একমুখী বিষয় হয়ে থাকছে না। বরং, দুই বৃহ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত—এমনকি সঙ্ঘর্ষেরও-সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলে এক ভয়াবহ পরিণতির সংকেত দিচ্ছে। পশ্চিমাঞ্চল জনগোষ্ঠীরা আন্দোলন দেখেছে, বিশেষত ১৯৮০-৯০-এর দশকে এই অঞ্চলে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই অঞ্চলের দুই বৃহ জনগোষ্ঠী, সাঁওতাল ও কুড়মি মাহাত্মরা সেই আন্দোলনে, একত্রে, একান্ত আত্মীয়ভাবে লড়েছেন (এ প্রসঙ্গে দেখার শেষের দিকে আবার ফিরে আসব)। অথচ আজ এক ভিন্ন রাজনৈতিক সমীকরণ ও সমাবেশে এই দুই, প্রধানত শ্রমজীবী, জনগোষ্ঠীর বৈরীভাবে পরস্পরের মোখামুখি হবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে, অবিলম্বে প্রশমিত না করতে পারলে যা এক মহা সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

উল্লেখ করে রাখা দরকার যে, কুড়মি মাহাত্মরা ব্রিটিশ ভারতে তফসিলি জনজাতি তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তৎকালীন ভারত সরকার ১৯৩১ সালে তাঁদের নাম জনজাতি তালিকা থেকে বাদ দেয়। অবশ্য, নাম বাদ দেওয়াটা সরকারের পক্ষে সহজ হয়েছিল কুড়মি-মাহাত্মদেরই এক বড় আকারের আন্দোলনের কারণে। উনিবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মধ্যে কুড়মি-মাহাত্মরা একটা আন্দোলন গড়ে তোলেন— তাঁদের মথেকার শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষমতার দিক দিয়ে প্রভাবশালী এক গোষ্ঠী সমগ্র কুড়মি-মাহাত্মদের হিন্দু জাতি-শৃংখলার মধ্যে ক্ষত্রিয় মর্যাদার দাবি তোলেন। তাঁরা বিহারের কুর্মি, মহারাষ্ট্রের কুনবি, গুজরাটের পটেলদের সঙ্গে নিজেদের পরিচিতির যোগসাধনের সন্ধানে মধ্য দিয়ে এক সর্বভারতীয় জাতি-পরিচিতির ভিত্তি গড়ে তুলতে চান। তাহলে আজ বিপরীত দাবি কেন? বিষয়টা সহজ নয়। আমরা এখানে এর উত্তর খোঁজার একটা সূচনামূলক চেষ্টা করব।

ভারতের সমাজব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জাতি বিভাজন। এই বৈশিষ্ট্যে মানুষের মর্যাদা, তার কর্ম, ক্ষমতা, অধিকার এবং বিকাশের সম্ভাবনার পূর্বশর্তই হল, সে কোন জাতিতে জন্মেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ইত্যাদি উচ্চকুলে জন্মালে সামাজিক-আর্থিক উন্নতির যে নিশ্চয়তা থাকে, নীচু কুলে জন্মালে তা থাকে না। তাই ভারতের নানা প্রান্তে নীচু জাতের লোকদের মধ্যে হিন্দু জাতি-শৃংখলার ওপরের ধাপে ওঠার একটা প্রচেষ্টা বরাবরই খুব জোরালো ছিল। দক্ষিণ ভারতে কুর্গদের এই জাতি-সোপানে উত্তরণের আন্দোলন নিয়ে এম এন শ্রীনিবাস তাঁর বিখ্যাত গবেষণায় এই প্রচেষ্টাকে সংস্কৃতায়ন বলে বর্ণনা করেন। শ্রীনিবাসের মতে, সংস্কৃতায়ন হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কোনও নীচু জাতি বা জনজাতি অথবা অন্য কোনও গোষ্ঠী উঁচু জাতে উত্তরণের পথে তার রীতি-রেওয়াজ, আচার, মতাদর্শ এবং জীবনযাত্রা বদলে ফেলে।

এই সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া, বা সামাজিক উর্ধ্বগতি (আপওয়ার্ড সোশাল মবিলিটি) ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটা গোষ্ঠীগতভাবেই সম্ভব। যেমন, এই বঙ্গদেশে নয়টি জল-অচল জাতি সামাজিক উর্ধ্বগতির প্রক্রিয়ায় নিজেদের জল-চল করে তোলে, কিন্তু বহু জাতি তা করতে না পেরে জল-অচলই থেকে যায়।

জল-চল করার অর্থ হল ব্রাহ্মণ যার ছোঁয়া জল থাকে। ব্রাহ্মণ আমার ছোঁয়া থাকবে— এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দুটো আলাদা কিন্তু গভীরভাবে সংযুক্ত দিক ছিল।

বিজেপির নেকড়েরা কি এই মৃত্যুও উদযাপন করবে? প্রশ্ন বিরোধীদের

আতিক হত্যার দু’দিন পর ভিড় রাস্তায় তরুণীকে গুলি করে খুন যোগীরাজে

লখনউ, ১৮ এপ্রিল : আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরাফকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যার দু’দিনের মধ্যে যোগীরাজে ফের শূটআউট। এবার ভিড় রাস্তায় থানা থেকে মাত্র দুশো মিটার দূরত্বে গুলি করে মারা হল এক কলেজ ছাত্রীকে। খুনের পরেই পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। তরুণীর রক্তাক্ত ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের বিরোধী দলগুলির পাশপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে নেটিজেনরাও। জনতার ক্ষোভের আগুনে রীতিমতো অস্থিত্তিতে প্রশসন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি জালাউন জেলার। নিহত তরুণী রোশনি আহিরওয়ার (২১) বিএ পড়ুয়া। রাম লখন

প্যাটেল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রী। এদিন পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় মোটরবাইকে চেপে আসে দুই দুষ্কৃতী। তারা তরুণীর পথ আটকায়। কিছু বোঝার আগেই মাথায় দেশি পিস্তল তৈকিয়ে গুলি করে। নিমেষে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তরুণী। ঘটনাস্থলে ঘাতক অস্ত্র ফেলেই পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। উপস্থিত জনতা আততায়ীদের ধরার চেষ্টা করেও বার্থ হয়। নৃশংস হত্যার ঘটনা ঘটে সকাল ১১টা নাগাদ। ভিড় রাস্তায়। থানা থেকে মাত্র দুশো মিটার দূরে। তরুণীর পরিবার রাজ আহিরওয়ার নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে দেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত

নেমেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাকে জেরা করে অন্য দুষ্কৃতীর খোঁজ করছে পুলিশ। এদিকে রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত তরুণীর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। নেটিজেনরা যোগী আদিত্যনাথ সরকারের সমালোচনায় মুখর হয়েছে। আতিক আহমেদ হত্যার দু’দিনের মাথায় ফের শূট আউটে একাধিক নেটিজেন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

অন্যদিকে রাজ্যের অন্যতম বিরোধী দল আরজেডি তরুণীর ভিডিও টুইটারে শেয়ার করে প্রশ্ন তুলেছে, গোদি মিডিয়া এবং বিজেপির নেকড়েরা কি এই মৃত্যুও উদযাপন করবে?

মাউন্ট অন্নপূর্ণায় ফের নিখোঁজ ভারতীয় পর্বতারোহী

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : ফের পাহাড়ে ভারতীয় পর্বতারোহী নিখোঁজ। নেপালের মাউন্ট অন্নপূর্ণার তিন নম্বর ক্যাম্পের আগেই নিখোঁজ এক ভারতীয় পর্বতারোহী। জানা গেছে, চার নম্বর ক্যাম্প থেকে ফেরার পথেই বিকলের দিকে তিনি নিখোঁজ হন। এর আগেও বৃহ ভারতীয় সহ একাধিক বাঙালি পর্বতারোহী নিখোঁজ এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে পাহাড়ে। নিখোঁজ ওই পর্বতারোহীর নাম অনুরাগ মালু। রাজস্থানের কিমাণগড় থেকে তিনি এসেছিলেন এই অন্নপূর্ণা



মাউন্ট অন্নপূর্ণায় নিখোঁজ ভারতীয় পর্বতারোহী অনুরাগ মালু। ফটো : সংগৃহীত

অভিযানে। সংবাদ মাধ্যমকে সেভেন সামিট ট্রেক এর সভাপতি মিম্বা শেরপা জানান এই মুহূর্তে তাঁকে খোঁজার কাজে নেমে পড়েছে উদ্ধারকারী দল।

কর্ণাটকে তৃতীয় তালিকা প্রকাশের পরও ক্ষোভ বিজেপির অন্দরে

বেঙ্গালুরু, ১৮ এপ্রিল : কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই বিজেপির অন্দরে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল। দুজন সিনিয়র নেতা বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগও দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলো বিজেপি, যেখানে ক্ষুদ্র তিন সিনিয়র নেতার পরিবারের সদস্যদের জায়গা দেওয়া হয়েছে। ২২৪ আসনের মধ্যে এর আগে দু’দফায় মোট ২১২ টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। সোমবার রাতে আরও ১০ টি কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। তবে এই তালিকা থেকেও সিনিয়র নেতাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। মাইসুরু শহরের

কৃষ্ণরাজা নির্বাচনী এলাকা থেকে এবার টিকিট দেওয়া হয়নি সিনিয়র নেতা এসএ রামদাসকে। যার জেরে দলবদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন ক্ষুদ্র রামদাস। আজই ভবিষ্যতের পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। কৃষ্ণরাজা কেন্দ্রে মাইসুরু জেলা সভাপতি শ্রীবসাকে প্রার্থী করা হয়েছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে সিনিয়র নেতাদের টিকিট না দিয়ে, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের টিকিট দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় প্রার্থী তালিকায় নাম নেই মহাদেবপুরার প্রভাবশালী বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অরবিন্দ লিম্বাবলীর। তবে তাঁর স্ত্রী মঞ্জুলাকে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে বিজেপি। প্রবীণ বিজেপি নেতা কারাদি সান্দ্রান্নার

পুত্রবধু মঞ্জুলা অমরেশকে কন্মাল কেন্দ্র থেকে দাঁড় করানো হয়েছে। আর এক প্রবীণ নেতা কাটা সূত্রামণা নাইডুর ছেলে কাটা জগদীশকে বেঙ্গালুরুর হেবাল কেন্দ্র থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ শেত্তারের প্রতিনিধিত্বকারী হবলি–ধারওয়াদ কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক মহেশ টেঙ্গিনাকাইকে। এবারের নির্বাচনে শেত্তারকে টিকিট দিতে অস্বীকার করে বিজেপি।

সোমবারই ক্ষুদ্র শেত্তার কংগ্রেসে যোগদান করেন। শেত্তার ছাড়াও টিকিট না পেয়ে বিজেপি ছাড়েন প্রাক্তন উপ–মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মণ সাভাদি। ১৪ এপ্রিল তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন।

পরপর চারদিন বাঘের হানা! মৃত দুই, কার্ফু জারি হল ২৪টি গ্রামে

দেরাদুন, ১৮ এপ্রিল : পর পর চারদিন উত্তরাখণ্ডের পৌরি জেলার রিখনিখাল ব্লকে বাঘের হানা। দক্ষিণারায়ের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন ২ জন। বাঘের হানায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। সতর্ক থাকতে উত্তরাখণ্ডের মোট ২৪টি গ্রামে কার্ফু জারি করেছে প্রশসন। সূত্রের খবর, পৌরি জেলার একাধিক জায়গায় বাঘটিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। প্রশসন এবং বনদফতরের তরফে বাঘটিকে ধরতে ফাঁদ পাতা হয়েছে। গ্রামবাসীরা যেন বাড়ি থেকে বেশি দূর না যান এবং জঙ্গলের দিকে বেশি না যান, সে বিষয়ে কড়া নির্দেশ জারি করা হয়েছে। পৌরির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আশিস চৌহান জানিয়েছেন,



আক্রমণাত্মক বাঘটির যে ছবি ভাইরাল হয়েছে। ফটো : সংগৃহীত।

সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ২৪টি গ্রামে কারফিউ জারি করা হয়েছে।

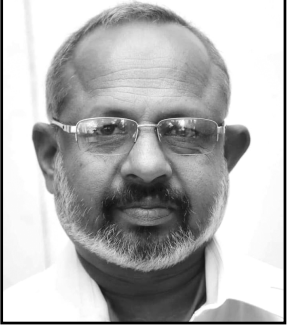
এলাকার সমস্ত স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিও পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফরেস্ট রেঞ্জার মহেন্দ্র সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, রবিবার রণবীর সিং নেগি নামে এক বৃদ্ধের আখখাওয়া দেহ উদ্ধার করেন গ্রামবাসীরা।

বাড়িতে তিনি একাই

থাকতেন। শনিবার থেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না তারপর স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজাখুঁজি শুরু করতেই বাড়ি থেকে মাত্র ১৫০ মিটার দূরে বৃদ্ধের আখখাওয়া দেহ মেলে। এটাই প্রথম নয়, দুদিন আগেই গমের খেত থেকে উদ্ধার হয় আরও এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। বাঘের আক্রমণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। স্থানীয় বিধায়ক দিলীপ সিং কুনওয়ার এই বাঘটিকে ম্যানইটার হিসাবে ঘোষণা করার আর্জি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছেন। পাশাপাশি বন দফতরের তরফে জানান হয়েছে, বাঘের আক্রমণে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪ লাখ টাকা দেওয়া হবে।

কেরালার জনপ্রিয় সিপিআই

নেতা বিদ্যাধরনের জীবনাবসান



কমরেড এমভি বিদ্যাধরন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৮ এপ্রিল : কেরালার জনপ্রিয় সিপিআই নেতা কেরালা রাজ্য কংগ্রেস কমিশনের সদস্য কমরেড এমভি বিদ্যাধরন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার সকালে চেন্নানুর–কাল্লিশেরির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্তমানে তিনি এআইটিইউসি’র জাতীয় পরিষদের সদস্য, রাজ্য কোষাধ্যক্ষ এবং জেলা সভাপতি। এমভি বিদ্যাধরন (৬২) অয়েল পাম ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

কমরেড বিদ্যাধরন ১৯৭৮ সালে সিপিআই–এ যোগ দেন। তিনি সিপিআই ভেতুচিরা এবং নারানামুঝি আঞ্চলিক পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও সিপিআই রান্নি বিধানসভা পরিষদের সম্পাদক, জেলা সহ–সম্পাদক, রাজ্য পরিষদ সদস্য,এআইটিইউসি’র জেলা সম্পাদক, রান্নি তালুক উন্নয়ন কমিটির সদস্য, হাসপাতাল উন্নয়ন কমিটির সদস্য, রান্নি তালুক গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি অনেক গণসংগঠনের সদস্য ও নেতা ছিলেন।

তীব্র গরমে কমপক্ষে আটটি বাদুড়ের মৃত্যু, অশনি সঙ্কেত পেয়ে আতঙ্কে বাসিন্দারা

ভুবনেশ্বর, ১৮ এপ্রিল : অসহনীয় গরমে কাহিল হয়ে পড়ছে প্রাণীরাও। তাপপ্রবাহের জেরে কমপক্ষে ৮টি বাদুড়ের মৃত্যু হল ওড়িশায়। অসুস্থ হয়ে পড়েছে আরও বেশ কয়েকটি বাদুড়। তীব্র গরম থেকে বাদুড়দের বাঁচাতে তাদের গায়ে জল ছোটানো হচ্ছে। ঘটনাটি ওড়িশার জাজপুর জেলার। সোমবার এই ঘটনার কথা জানিয়েছেন সে রাজ্যের বন দফতরের আধিকারিকেরা। গত কয়েক দিন ধরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মতো দহনস্থালায় জ্বলছে ওড়িশাও। সে

মণিপুরে মহাসংকটে বিজেপি

ইমফল, ১৮ এপ্রিল : অস্থগ্ধিতে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। তাঁর দলের বেশ কয়েকজন বিধায়ক গিয়েছেন নয়াদিল্লিতে। উদ্দেশ্য বীরেনের বিরুদ্ধে নালিশ জানানো। এক সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের দাবি, ১০ থেকে ১২ জন বিজেপি বিধায়ক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ চাইতে রাজধানীতে এসেছেন।

তাঁদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরানো হোক বীরেনকে। না

হলে অন্তত রাজ্যের মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাস। ঠিক কী কারণে চলছে। আমরা চাই এই ইস্যুগুলির সমাধান হোক। গত মাসেই মণিপুর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সাসপেন্স অফ অপারেশন মুভমেন্ট চুক্তির অপসারণের।

২০০৮ সালের ২২ আগস্ট কুর্কিদের দুটি সংগঠন কুর্কি ন্যাশনাল অরগানাইজেশন এবং ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্ট চুক্তি করে কেন্দ্রের সঙ্গে। সেই চুক্তি

পড়তে হয়েছে। মণিপুরের নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক নয়। যেন রাজতন্ত্র বীরেন সিংয়ের প্রতি এই ইস্যুগুলির সমাধান হোক। গত মাসেই মণিপুর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সাসপেন্স অফ অপারেশন মুভমেন্ট চুক্তির অপসারণের।

২০০৮ সালের ২২ আগস্ট কুর্কিদের দুটি সংগঠন কুর্কি ন্যাশনাল অরগানাইজেশন এবং ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্ট চুক্তি করে কেন্দ্রের সঙ্গে। সেই চুক্তি

অপসারিত হয় মার্চে। এর বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে বিদ্রোহী বিধায়কদের। সব মিলিয়ে অস্থগ্ধি ক্রমেই বাড়ছে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর। কয়েকদিন আগেই বিজেপি বিধায়ক থকচম রাধেশ্যাম সিং মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

তখন থেকেই বোঝা গিয়েছিল বিদ্রোহের আঁচ। এবার তা আরও স্পষ্ট হল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন দিবস পালিত হলো



বাংলাদেশের প্রথম পতাকা দিবস পালিত হল কলকাতায় দূতবাসে। ফটো : কালান্তর

মিনিস্টার (রাজনৈতিক) ও দূতালয় প্রধান, সিকদার মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান, তৃতীয় সচিব (রাজনৈতিক), মোঃ আব্দুস সোবহান মন্ডল এবং কাউন্সেলর (কনসুলার) এএসএম আলমাস হোসেন এবং মাঝে পতাকা ধরে ছিলেন

উপ–হাইকমিশনার আদালিब ইলিয়াস। তাঁদের সঙ্গে অংশ নেন কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াভুল ইসলাম, ও দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক) শেখ মারেফাত তারিকুল ইসলাম। এরপর জাতীয় সঙ্গীতের সাথে মান্যবর উপ–হাইকমিশনার

তীব্র গরমে কমপক্ষে আটটি বাদুড়ের মৃত্যু, অশনি সঙ্কেত পেয়ে আতঙ্কে বাসিন্দারা



হিট স্ট্রোকে মৃত্যু হল বাদুড়ের।

ফটো : সংগৃহীত

গাছে কমপক্ষে ৫ হাজার বাদুড় রয়েছে। শাকির হোসেন নামে বন দফতরের এক কর্মী বলেছেন,

তীব্র গরমের জেরে বাদুড়ের মৃত্যুর খবর জানিয়েছেন গ্রামবাসীরাই। খবর পেয়েই আমরা ঘটনাস্থলে

আদালতে কেন্দ্রের আবদার

সমলিঙ্গে বিবাহ বিচারবিভাগের বিচার্য বিষয় নয়

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল : সাময়িক বিরতির পর মঙ্গলবার থেকে ফের সুপ্রিম কোর্টে সমলিঙ্গের বিয়ের স্বীকৃতি সংক্রান্ত মামলার শুনানি শুরু হতে যাচ্ছে। প্রধান বিচারপতি ডিওরাই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ মামলাটি শুনছে। সেই শুনানি শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা একটি অতিরিক্ত হলফনামা জমা করে দাবি করলেন, সংশ্লিষ্ট মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের বিচার্য হতে পারে না। কারণ, সমলিঙ্গের দম্পতিদের বিয়ের আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হবে কি না সেটা সরকার এবং সংসদের বিষয়। আদালতের এই বিষয়ে কিছু করণীয় নেই। এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয়েছিল, এই ধরনের বিয়ে ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী। যা ইওরোপে বাস্তব, ভারতীয় উপমহাদেশে তার অনেক কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজ যা গ্রহণ করে না, অধিকারের নামে তা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কেন্দ্রের সেই বক্তব্য নিয়েই মঙ্গলবার থেকে শুনানি শুরু হওয়ার কথা আছে। কিন্তু আচমকা নরেন্দ্র মোদি

সরকার মামলাটি নিয়ে শীর্ষ আদালতের এজিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তাকে নয়। মাত্রা যোগ হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, সাংবিধানিক বেঞ্চের সদস্যদের অতীতের একাধিক রায় এবং বর্তমান মামলায় নানা পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে মোদি সরকার এই কড়া ঝুঁশিয়ারি জারি করল। সরকার আশঙ্কা করছে, সাংবিধানিক বেঞ্চ মামলাকারীদের বৃত্তি এবং সমলিঙ্গের বিয়ে নিয়ে বিশ্ব পরিস্থিতি বিচার করে আইনি স্বীকৃতির দাবি মঞ্জুর করতে পারে। সাংবিধানিক বেঞ্চের কোনও রায় এমনীতেই আইন হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তার উপর সরকারকে আইন তৈরির নির্দেশ দিলে তা অগ্রাহ্য করার সুযোগ নেই। এর আগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ নম্বর ধারাটি পাঁচ বছর আগে বাতিল করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তাই প্রাণুবয়স্ক দুই সমলিঙ্গের বাস্তির স্বেচ্ছায় যৌনাচার এখন আর অপরাধ নয় দেশে। সেই ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল যে সাংবিধানিক বেঞ্চ বর্তমান প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় সেটির সদস্য ছিলেন। তারও আগে বাস্তিগত গোপনীয়তা অর্থা রাইট টু প্রাইভেসির মামলাতেও শীর্ষ আদালতের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চের



সমলিঙ্গে বিবাহের একটি ছবি।

ফটো : সংগৃহীত

সদস্য ছিলেন চন্দ্রচূড়। সেই বেঞ্চ গোপনীয়তার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অংশ বলে ঘোষণা করে। আধার কার্ডকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না বলে রায় যে বেঞ্চ দেয় বর্তমান প্রধান বিচাররতি সৌরভও সদস্য ছিলেন। বিচারপতি হিসাবে যিনি বিচারালয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে কঠোর অবস্থান নেওয়া মানুষ হিসাবে পরিচিত। বেঞ্চের বাকি চার সদস্যও নানা সময়ে অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক অবস্থান নিয়েছেন। ফলে সমলিঙ্গের বিয়েক স্বীকৃতি দাবি করে হওয়া মামলায় তারা আবেদন মঞ্জুর করতে পারেন, এমন সম্ভাবনা ধরে নিয়েই ঘুঁটি সাজিয়েছে সরকার পক্ষ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ নম্বর ধারাটি

বাতিল হলেও সমলিঙ্গের বিয়েতে সায় মেলেনি এখনও। গত মাসে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ সাংবিধানিক বেঞ্চে শুরু হয় এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি। তাতে সমলিঙ্গের বিয়েতে সম্মতি দানে সরকারকে নির্দেশ দিতে শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন আদালতে একই আবেদন জানিয়ে পেশ হওয়া মামলাগুলিকে একত্রিত করে শুনানি শুরু করেছে শীর্ষ আদালত। সেই মামলায় মুসলিমদের একটি শীর্ষ সংগঠন জমিয়তে উলেমা ই হিন্দ ভারত সরকারের অবস্থানকে সমর্থন জানিয়েছে। তারা সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করে সমলিঙ্গের বিয়ের আদেদন খারিজের দাবি

জানিয়েছে। তারা বলেছে, এটা ভারতীয় সমাজের পরিবারের ধারনার পরিপন্থী। এটি একটি পশ্চিমী ধারণা। হরিয়ানায় সদ্য অনুষ্ঠিত আরএসএসের প্রতিনিধি সভায় গৃহীত প্রস্তাবেও একই বক্তব্য তুলে ধরে এই ধরনের বিয়ের স্বীকৃতি না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।কেন এই মামলা? আসলে আইন এবং সরকারি নির্দেশিকা না থাকায় স্পেশ্যাল ম্যারেজ আইনেও এই ধরনের বিয়ের স্বীকৃতি মিলছে না। স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্কের স্বীকৃতি না থাকায় সম্পত্তি কেনাবেচা, বিমা ইত্যাদির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বঞ্চিত সন্তান দত্তক নেওয়ার অধিকার থেকেও। এই মামলাতেই একটি সংগঠন পিটিশন দাখিল করে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, সমলিঙ্গের দম্পতি অর্থা দু’জন মহিলা বা দু’জন পুরুষের সংসারে শিশুর বেড়ে উঠতে কোনও সমস্যা হয় না।

এখন দেখার মামলার পরিণতি কোন দিকে গড়ায়। দেশের সমলিঙ্গের দম্পতি থেকে শুরু করে দাবি আদালতের আদেশলনকারীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে শীর্ষ আদালত কী বলে।

জেলায় জেলায়

সাগরদিঘির হার মানতে না পেরে

সিএএ–এনআরসি জুজু দেখাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী?

স্টাফ রিপোর্টার : আধার কার্ড তাঁর দাবি, ভোটের মুখে ভেরিফিকেশনের নামে ঘুরিয়ে নাগরিকত্বের গাজর দেখিয়ে সিএএ ও এনআরসি করার ফের একবার বৈতরণী পার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। করার চেষ্টায় রয়েছে সোমবার নবান্নে ভার্চ্যুয়াল বিজেপি। এদিন কেন্দ্রের সাংবাদিক বৈঠকে এমনই পাঠানো এক নির্দেশিকা পড়ে দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গের শোনান মুখ্যমন্ত্রী। তাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। রাজ্যের নির্দিষ্ট কিছু জেলায়

নির্দিষ্ট থানা এলাকায় অবৈধ আধার কার্ড ভেরিফিকেশনের পাইলট প্রোজেক্ট চালুর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। নির্দেশিকায় নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় বিদেশি নাগরিকদের অবৈধ আধার কার্ড বাতিল করে তাদের তালিকা পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। এর পর রাজ্যের বিভিন্ন জেলার একগুচ্ছ জায়গার তালিকা পড়ে শোনান মুখ্যমন্ত্রী। দাবি করেন, নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়কে নিশানা করেই এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। মমতার প্রশ্ন, এগুলো করার যুক্তিটা কী? আবার এনআরসি নিয়ে আসা? আর নতুন করে আবার বলা যে আমি তোমাদের সিএএ করে দেব। কা কা করে ডেকেছিল না। মানুষ প্রতিবাদ করেছিল। কত মানুষ মারা গেছে। কোনও বিচার হয়েছে? কোনও বিচার হয়নি। গত ১৪ এপ্রিল সিউড়ির বেণীমাধব স্কুলের মাঠে এক জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে সিএএ–র ভয় দেখিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছেন

বন্দোপাধ্যায়। কিন্তু এবার তা হবে না। এবার পালটা মেরুকরণের রাজনীতি শুরু করলেন তৃণমূলনেত্রী। রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী ঘুরিয়ে সংখ্যালঘুদের এই বার্তা দিলেন যে, আমার সঙ্গে না থাকলে, কেন্দ্রের নির্দেশ রূপায়ণ করবো। সাগরদিঘি আসনে হেরে যাওয়ার পর মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতারা সংখ্যালঘুদের নরমেগরমে বুঝিয়ে ছাড়ছেন, তাদের পাশ থেকে সরে গেলে ফল সুখকর হবে না। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমও কী সেই পথে হাঁটছেন? এটা স্পষ্ট, সাগরদিঘির হার তিনি মেনে নিতে পারেন নি। রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ, সোজা পথে সিএএ বা এনআরসি–র হাটবে না কেন্দ্রীয় সরকার। এটার সঙ্গে ওটার লিঙ্ক করা, বা অমুক সার্ভের নাম করে কেন্দ্র সিএএ বা এনআরসি–র কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। আর তাতে সে দিয়ে মমতা–সরকার সেগুলো করিয়ে বালেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে সিএএ–র ভয় দেখিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছেন

মমতা সাধু সাজছেন।

টানা বিদ্যুৎ বিস্ফাট, কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে বিস্ফোভ

স্টাফ রিপোর্টার : তীব্র গরমে গত কয়েকদিন ধরে বিদ্যুৎ বিস্ফাট। আর তার জেরে অতিষ্ঠ কলকাতা পৌর সভার ৯৩ নম্বর ওয়ার্ডের দাস নগর ও গোবিন্দপুর এলাকার বাসিন্দারা। অবশেষে বাসিন্দাদের বিস্ফোভ। বিস্ফোভ কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে। বাসিন্দাদের দাবী মেনে এলাকায় এলে কাউন্সিলর এবং সিএসসি–র কর্মীদের আটকে রেখে বিস্ফোভ দেখান তাঁরা। ওই এলাকা বাসিন্দাদের দাবি, এই দুটি পাড়ায় যে পরিমাণ মানুষের বসবাস সেখানে একটিমাত্র ট্রান্সফরমার রয়েছে। যার পক্ষে সম্ভব নয় এই তীব্র গরমের লোড নেওয়ার। যে কারণে বারবার কেবল ফস্ট করছে এবং ট্রান্সফরমার বাস্ট হচ্ছে। তাঁদের দাবি দীর্ঘক্ষণ ধরে এই তীব্র গরমের লোডশেডিং থাকছে গোটা এলাকা। বারবার বলা সত্ত্বেও কোনরকম ব্যবস্থা নেয়নি বিদ্যুৎ কর্তারা। শনিবার থেকে একাধিক বার লোডশেডিং হয়েছে। রবিবার আটটার পর থেকে ফের লোডশেডিং গভীর রাত পর্যন্ত ক্যারেট না আসায় দুই পাড়ার এলাকার বাসিন্দারা বাইরে বেরিয়ে এসে বিস্ফোভ দেখাতে শুরু করে।

শিশু–কক্সাল নিয়ে গাজনের মেলায় নাচানাচি তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রায় আড়াইশো বছর ধরে কুড়ম্বনের গাজনে মরদেহের খুলি এবং দেহাংশ নিয়ে নাচের রেওয়াজ রয়েছে। সেখানে খুলি নিয়ে লাফলাফি করেন সন্ন্যাসীরা। মরদেহ নিয়েও চলে নাচানো গাজন মেলায় শিশুর কক্সাল নিয়ে নাচানাচির ঘটনায় নড়েচড়ে বসল রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। তাদের নির্দেশে তড়িঘড়ি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করল পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ।

বিভিন্ন শ্রাশান থেকে দেহ তুলে আনেন সন্ন্যাসীরা। গাজনের পর অবশ্য তা আবার যথাস্থানে পুতে দিয়ে আসেন তাঁরা। কিন্তু বৃহস্পতিবার কুড়ম্বনের গাজনে একটি শিশুর কক্সাল নিয়ে সন্ন্যাসীদের নাচানাচির দৃশ্য ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন মাধ্যমে (ওই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার অনলাইন)। ছবিতে দেখা যায়, মৃত শিশুর মাথা থেকে ধড় পর্যন্ত রয়েছে শুধু। নিম্নাংশ নেই। তা নিয়ে নাচানাচির ছবি প্রকাশ্যে আসার পর সমাজমাধ্যমে আলোচনা–সমালোচনা শুরু হয়। নড়েচড়ে বসে শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে তারা বিষয়টি জানতে চায়। ইমেল মারফত বিডিও বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় থানার কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। তদন্তে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায় পুলিশ।

পুলিস সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৬৯, ২৭৮, ২৯০, ২৯৪, ২৯৭ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। যদিও ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। দেওয়ানদিঘি থানার এক আধিকারিক বলেন, নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনমাম্ফিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গরমে তীব্র সংকট

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ বাঁকুড়ার গ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা : কল আছে নামছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর। শুকিয়ে গিয়েছে কুমোও। এমনকি বিকল করে গোটা গ্রাম। তাই জলের দাবীতে রাস্তা অবরোধ করে বিস্ফোভ গ্রামবাসীদের। এমনকি পানীয় জল সরবরাহের দাবীতে রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করলেন গ্রামের মহিলারাও। ঘটনাটি ঘটছে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের হাট আশুড়িয়া গ্রামের রুইদাস পাড়ার। গরম যতই বাড়ছে ততই

নামছে ভূগর্ভস্থ জলস্তর। শুকিয়ে গিয়েছে কুমোও। এমনকি বিকল করে গোটা গ্রাম। তাই জলের দাবীতে রাস্তা অবরোধ করে বিস্ফোভ গ্রামবাসীদের। এমনকি পানীয় জল সরবরাহের দাবীতে রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করলেন গ্রামের মহিলারাও। ঘটনাটি ঘটছে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের হাট আশুড়িয়া গ্রামের রুইদাস পাড়ার। গরম যতই বাড়ছে ততই

দাবী, এই পরিস্থিতিতে পুকুরের জল খেয়েই দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয়রা। তাই অবিলম্বে গ্রামের জল সঙ্কটের সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আর সেই দাবিতেই সোমবার সকাল থেকে বড়জোড়া সোনামুখী রাস্তায় হাট আশুড়িয়া মোড় অবরোধ করে প্রবল বিস্ফোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয়রা।

এগরা ব্লকে বাম ছাত্র–যুব মিছিল ও ডেপুটেশন



পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় বাম ছাত্র-যুবদের ডেপুটেশন।

ফটো : নিজস্ব

সংবাদদাতা : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমার বামপন্থী ছাত্র–যুবদের উদ্যোগে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পঞ্চায়েত নির্বাচন, স্বচ্ছতার ভিত্তিতে কর্মীনিয়োগ, দুর্নীতিতে যুক্ত ব্যক্তিদের শান্তি সহ বিভিন্ন দাবিতে মিছিল করে সোমবার এগরা শহর পরিক্রমা করে

মহকুমাশাসক দপ্তরে বিস্ফোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন এআইওয়াইএফ’র সম্পাদক গৌরান্দ কুইলা, ডিআইওয়াইএফ’র সম্পাদক ইব্রাহিম আলি, সুকুমার মৈশাল। ছয় জনের প্রতিনিধি দলে এওয়াইএফ’র পক্ষে রাজা খান, অনিবার্ণ

মিন্দা, এআইএসএফ’র পক্ষে অক্ষিত দাস, ডিওয়াইএফ’র সৌরভ ভূইঞা ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন। পুলিশ মিছিলে বাধা দিতে এলে বিস্ফোভকারী ছাত্র-যুবরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে এগিয়ে যায়। পলাশ আচার্য ও রঞ্জন মাল্লা উপস্থিত ছিলেন।

৪২°উপর তাপমাত্রা তমলুকে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিডিও

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রশাসন সূত্রে খবর, চিকিৎসকরা জানান, আপাতত স্থিতিশীল সোমবার দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসকের অফিসে মিটিং চলাকালীন অজ্ঞান হয়ে যান নন্দকুমারের বিডিও। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তড়িঘড়ি সানু বস্তু নামে ওই বিডিওকে ভর্তি করানো হয় তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে। তিনি সিসিইউতে রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা

চিকিৎসকরা জানান, আপাতত স্থিতিশীল বিডিও। তাঁর সিটি স্থান্য করানো হবে। তার পর অসুস্থতার কারণ আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে বিডিও জানিয়েছেন, গত কয়েকদিন তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে। কাজের চাপ এবং প্রচণ্ড গরমেই এই অসুস্থতা বলে মনে করা হয়।

গিয়েছে, তীব্র গরম এবং অতিরিক্ত কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিডিও।

প্রশাসন সূত্রে খবর, সোমবার দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসকের অফিসে মিটিং চলাকালীন অজ্ঞান হয়ে যান নন্দকুমারের জো থাকছে না। তবুও কাজের তাগিদে বিডিও। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি অনেককে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ উপেক্ষা করে করানো হয়। তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজের ঘরের বাইরে যেতেই হয়।

দণ্ডিকাণ্ডের প্রতিবাদ তির–ধনুক হাতে রাস্তায় নামলেন আদিবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : দণ্ডিকাণ্ডের প্রতিবাদ, সোমবার ১২ ঘট্টার বনধের ডাক দেয় আদিবাসী সেঙ্গেল আদিবাসীরা। যদিও গোটা শহর জুড়ে পুলিশি নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়।

থেকে বেরলেও ছবিটা বদলে যায় বেলা গড়াতেই। বালুরঘাট মঙ্গলপুর এলাকায় রাস্তা আটকে অবরোধ করে আদিবাসীরা।

সকাল থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর–সহ একাধিক জেলায় নিজেদের কর্মসূচি সফল করতে তির–ধনুক হাতে রাস্তায় নামে সংগঠনের সদস্যরা। অভিযোগ, যান চলাচল আটকে দেওয়া, দোকানপাট খুলতে বাধা দেওয়া হয়। সোমবার দিনের শুরুতেই বালুরঘাট–সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বন্ধের প্রভাব কিছুটা দেখা যায়। ভোরবেলা বেশ কয়েকটি সরকারি বাস স্ট্যান্ড

সরকারি বা বেসরকারি গাড়ির দেখা নেই। দোকানপাট সাধারণ দিনের থেকে অনেকটাই কম খুলেছে বলে জানিয়েছেন সেঙ্গেল অভিযানের আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, দণ্ড কাণ্ডে তৃণমূলের প্রাক্তন মহিলা জেলা সভাপতি প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

এছাড়া উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার কালাগছ ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক, রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় অবরোধ

করে চলছে আদিবাসীদের প্রতিবাদ। ঐতিহ্যের তির–ধনুক হাতে নিয়ে রাস্তা অবরোধ করছেন তাঁরা। একই ছবি মালদহে হবিবপুর, আলমপুর, আট মাইলের রাস্তা অবরোধ করে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের কর্মীরা। পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতেও বন্ধের খানিকটা প্রভাব পড়েছে। সকাল থেকে পুরুলিয়ার আড়শা এলাকার কাটাউ, সাতুড়ি, আহাযার মোড় ও কাশীপুরে সড়ক অবরোধ করেন সেঙ্গেল অভিযানের সদস্যরা। হাতে পতাকা, ব্যানার নিয়ে নিজেদের দাবিতে সরব হন তাঁরা। তবে ৪৫ মিনিট পর বিস্ফোভ উঠে যায়। রেলপথে অবশ্য কোনও অবরোধ হয়নি।

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর

পরিবেশ প্রত্যাক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ প্রকাশ
দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা

সুনীল মুঙ্গী
তৃতীয় সংস্করণ
দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের
ইতিহাস অনুসন্ধান
(চতুর্থ খণ্ড)

মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
দাম : ৪৫০.০০



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী		
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী	: নিকোলাই ইভানভ	৭০.০০
দর্শন		
দার্শনিক লেনিন	: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯০.০০
ইতিহাস		
ইতিহাসের ধারা	: সুশোভন সরকার	৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও রামের অযোধ্যা	: রামশরণ শর্মা	৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য		১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা	: সুনীল মুঙ্গী	২০০.০০
সাহিত্য		
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি		২৫০.০০
রবীন্দ্র সাহিত্য		
রবীন্দ্র ভাবনা নির্বাচিত প্রবন্ধ	: তপতী দাশগুপ্ত	১৫০.০০
কাব্যগ্রন্থ		
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র	:	২৫০.০০
বিজ্ঞান		
রাসায়নিক মৌল কেমন করে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল	: দ. ন. ব্রিফোনভ ড. দ. ব্রিফোনভ	২৫০.০০
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান	: মঞ্জুকুমার মজুমদার, ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)	
CAA, NRC, NPR	: ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন	
মানছি না	: ড. বি. কে. কল্হো	
বিজৈপির স্বরূপ (পরিবর্তিত সংস্করণ)	: এ. বি. বর্ধন	



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner	Rs. 55.00
Somenath Lahiri Collected Writings : Rise of Radicalism in Bengal in the 19th Century : Satyendranath Pal	Rs.15.00
Peasant Movement in India 19th-20th Centuries : Sunil Sen	Rs. 90.00
Political Movement in Murshidabad 1920-1947 : Bishan Kr. Gupta	Rs. 85.00
Forests and Tribals : N. G. Basu	Rs. 70.00
Essays on Indology Birth Centenary tribute to Mahapandita Rahula Sankrityayana : Editor. Alaka Chattopadhyaya	Rs. 100.00



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

এবার ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য আমদানিতে স্লোভাকিয়ার নিষেধাজ্ঞা

ব্রাতিস্লাভা, ১৮ এপ্রিল : ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খামারজাত পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে স্লোভাকিয়া। তবে তৃতীয় কোনো বাজারে খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্য ইউক্রেনের সঙ্গে নিজেদের সীমান্ত খোলা রাখবে দেশটি। সোমবার এসব তথ্য জানিয়েছেন স্লোভাকিয়ার কৃষিমন্ত্রী স্যামুয়েল ভ্যালকান।

এর আগে গত শনিবার পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি প্রতিবেশী দেশ ইউক্রেনের কাছ থেকে শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আমদানি নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। তারা বলছে, স্থানীয় কৃষি খাতের সুরক্ষায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছে। তাদের বাজারে এসব পণ্যের অতিরিক্ত সরবরাহের কারণে দাম পড়ে যাওয়ায় স্থানীয় কৃষকেরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য আমদানিতে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির নিষেধাজ্ঞা।

অন্যদিকে স্লোভাকিয়ার কৃষিমন্ত্রী স্যামুয়েল ভ্যালকান গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ইউক্রেন থেকে খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধে পোল্যান্ড অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরাও নিজেদের বাজার সুরক্ষায় একই পদক্ষেপ নিয়েছি। যেসব পণ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেই বাজারের সুরক্ষায় আমাদের কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখাতে হচ্ছে।

এ ছাড়া স্লোভাক ভোক্তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে উদ্বেগের কথাও জানান স্যামুয়েল ভ্যালকান। ইউক্রেনের খাদ্যশস্য ও খামারজাত পণ্য আমদানি নিষিদ্ধে এটাও ভূমিকা রেখেছে। কেননা ইউক্রেন থেকে আসা খাদ্যশস্যের একটি চালানের বিতরণ গত সপ্তাহে বন্ধ করে দিয়েছে স্লোভেনিয়া সরকার। ওই চালানের শস্যে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার শনাক্ত করেছে দেশটি।

ইউক্রেন থেকে কী কী খাদ্যশস্য ও খামারজাত পণ্য আমদানি বন্ধ রাখবে স্লোভাকিয়া, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা

হয়নি। তবে গতকাল দেশটির মন্ত্রিসভার বৈঠকে যে তালিকা উত্থাপন করা হয় তাতে গম, যব, বার্লি, ওটস, ভুট্টা, আখ, সুগার বিট, ফল, সবজি, সূর্যমুখী বীজ, শর্ষে, মধুসহ বিভিন্ন পণ্যের নাম রয়েছে। তবে নিজেরা আমদানি আপাতত বন্ধ রাখলেও স্লোভাকিয়ার সীমান্ত হয়ে তৃতীয় কোনো বাজারে ইউক্রেনের খাদ্যশস্য ও খামারজাত পণ্য পরিবহন করা যাবে। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রুশ হামলার শুরুর পর কিয়েভকে সহায়তা করতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই সুযোগ দেবে স্লোভাক সরকার।

৭৮ বছরের মার্কিন নারী

তৃতীয়বার ব্যাংক

ডাকাতি করতে গিয়ে ধৃত

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৮ এপ্রিল : বোনি গুচ। বয়স ৭৮। এই বয়সী একজন নারীর কথা উঠলে মনে কী কী বিষয় আসে? দিনভর ঘর আর উঠানে সময় কাটান। নাতি–নাতনিদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া ঘরের বাইরে যান না। কিন্তু ব্যাংক ডাকাতির দায়ে সম্প্রতি আশির কোঠার এই মার্কিন নারীর কারাদণ্ড হয়েছে।

তবে সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো বোনি গুচের বিরুদ্ধে ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে এই প্রথম নয়। মিজৌরি অঙ্গরাজ্যের এই নারী তিন বছর আগেও ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে শ্রেণ্তার হয়েছিলেন। ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় গত বুধবার কারাদণ্ড পেয়ে আবার সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন তিনি।

ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে বোনি গুচ প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ১৯৭৭ সালে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ওই ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় তাঁর কারাদণ্ড হয়েছিল। দ্বিতীয়বার তিনি ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন ২০২০ সালে। সেবার দোষী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ড পান। তাঁর ওই দণ্ডের মেয়াদ শেষ হয় ২০২১ সালের নভেম্বরে।

সর্বশেষ ডাকাতির ঘটনায় বোনি গুচের বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছে, সেটার নথি অনুযায়ী, তিনি একটি ব্যাংকে ঢুকে সেখানে থাকা একজন কর্মকর্তাকে কাগজ ধরিয়ে দেন। যাতে লেখা, ১৩ হাজারের ছোট বিল করুন। হিসাব করার দরকার নেই। আমাকে দিয়ে দিন। আপনাকে ভয় দেখাতে চাইছি না। ধন্যবাদ।

ব্যাংকটিতে নজরদারির জন্য যেসব ক্যামেরা বসানো আছে, সেখান থেকে ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায়, বোনি গুচ ওই ব্যাংক কর্মকর্তাকে ক্রত অর্ধ দেওয়ার তাগাদা দিচ্ছেন। এ সময় তাঁর পরনে ছিল ধূসর পোশাক, হাতে ছিল প্লাস্টিকের গ্লাভস। এ ছাড়া মুখে ছিল এন৯৫ মাস্ক এবং চোখে ছিল রেদেংশম।

সরকারি কৌশলিরা বলেছেন, ব্যাংক থেকে তিন কিলোমিটার দূরে পুলিশ যখন বোনি গুচকে শ্রেণ্তার করে, তখন তাঁর মুখ থেকে অ্যালকোহলের গন্ধ আসছিল। তাঁর গাড়ির ভেতরে ছায়ে ছিল স্নায়ুজ্ঞাত বোনি ছিলেন খুবই অনমনীয়। স্থানীয় পুলিশপ্রধান টমি রাইট বলেন, এটা দুঃখজনক। ওই নারীর কোনো মানসিক সমস্যা নেই।



বোনি গুচ। ফটো : ফেসবুক থেকে নেওয়া

কৃষাঙ্গ কিশোরকে গুলি সমালোচনার চাপে শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন

ওয়াশিংটন, ১৮ এপ্রিল : যুক্তরাষ্ট্রের মিজৌরি অঙ্গরাজ্যে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে ৮৫ বছরের শ্বেতাঙ্গ এক বৃদ্ধকে। ভুল করে কলবেল চাপায় কৃষাঙ্গ এক কিশোরকে গুলি করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আটকের এক দিন পরই ওই বৃদ্ধকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার চাপে পড়ে তাঁর বিরুদ্ধে সোমবার ফৌজদারি অভিযোগ গঠন করা হলো।

বৃহস্পতিবার রাতে ১৬ বছরের রালফ পল ইয়ালেকে দুবার গুলি করেন ওই বৃদ্ধ। একবার তার মাথায় গুলি লাগে। বন্ধুর বাড়ি থেকে যমজ ভাইকে

নিতে গিয়েছিল রালফ। তবে ভুলে ওই বৃদ্ধের বাসায় কলবেল বাজায়। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হেফাজতে নেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর ওই বৃদ্ধকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গঠন করা হয়নি। সপ্তাহজু়াই এ ঘটনা নিয়ে সমালোচনা চলে। সোমবার ক্লে কাউন্টির কৌসুলি জেচারি থমসন বলেন, অ্যাড্‌ভু লেস্টার নামের ওই বৃদ্ধকে গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে। হামলা ও সশস্ত্র অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর জামিনের জন্য দুই লাখ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

রালফের স্বজন ফেইথ স্পুনমুরে বলেছেন, তাঁর ভাইপো খুবই মেধাবী শিক্ষার্থী। সে রাসায়নিক প্রকৌশলবিদ্যায় প্যাশোনা করতে চেয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে গুলির ঘটনা নিয়মিত অপরাধে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩৩ কোটি মানুষের বাস। অথচ সেখানে বন্দুক রয়েছে ৪০ কোটি।

হোয়াইট হাউস সোমবার সন্ধ্যায় বলেছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রালফের ক্রত সুস্থতা কামনা করেছেন।

কানসাসের পুলিশ প্রধান স্টাসে শ্রেভস গত রবিবার রাতে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।

পাকিস্তানে ভূমিধসে নিহত ২, চাপা পড়েছে বহু ট্রাক

ইসলামাবাদ, ১৮ এপ্রিল : বজ্রঝড় চলাকালে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখওয়া প্রদেশে ভূমিধসের ঘটনায় অন্তত দু'জন নিহত ও ২০টিরও বেশি ট্রাক চাপা পড়েছে। মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোরে খাইবার গিরিপথের প্রধান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ভয়াবহ এ ভূমিধসে আরও বহু মানুষ চাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিগুলোতে কন্টেইনার ট্রাকগুলোকে পাথরের বিশাল স্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

খাইবার জেলা প্রশাসক (ডিসি) আব্দুল নাসির খান বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, অন্তত ২০ থেকে ২৫টি কন্টেইনার ট্রাক ধসে পড়া মাটির নিচে চাপা পড়েছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। ভারী সরঞ্জামের মাধ্যমে উদ্ধার অভিযান চলছে।

আব্দুল নাসির আরও বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত যে দুজনের



ভূমিধসে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। ফটোঃ এএফপি

মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, তারা প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের নাগরিক। তাদের মরদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। এ পর্যন্ত তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে ও হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানান তিনি।

উদ্ধারকারী দলের মুখপাত্র বিলাল ফাইজি পাকিস্তানি গণমাধ্যম ডন ডটকমকে জানান, মঙ্গলবার ভোরের দিকে চালকরা ট্রাকগুলো থামিয়ে সেহরির জন্য গ্যাস স্টোভে খাবার রান্না করছিলেন। ঠিক তখনই ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে আগুন পথ।

ধরে যায়। বিষয়টিটি স্থানীয় পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কানে গেলে ক্রত এসে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। উদ্ধারকারী দলের এ কর্মকর্তা আরও বলেন, পুরো একটি পর্বতের সমান ভূমি ধসে পড়েছে। সুতরাং, এটা কোনো ছোট ভূমিধস নয় যে আমরা ক্রতই সব পরিষ্কার করে ফেলতে পারবো। ধ্বংসস্থপ সরাতে ৬০ জনের বেশি উদ্ধারকর্মী কাজ করছে। পাকিস্তানেরখাইবার গিরিপথ পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানকে যুক্ত করেছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পথ।

সৌদির বাদশাহ সালমানকে ইরান সফরের আমন্ত্রণ

তেহরান, ১৮ এপ্রিল : সৌদি আরবের বাদশাহ সালমানকে তেহরান সফরের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি।

সোমবার ইরানের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে গত মাসে দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এর ধারাবাহিকতায় এখন সৌদি বাদশাহকে ইরান সফরের আমন্ত্রণ জানানল তেহরান।

২০১৬ সালে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা নিমর আল–নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে সৌদি আরব। এ ঘটনার প্রতিবাদে ইরানে অবস্থিত সৌদি দূতাবাস ও কনসুলেটে হামলা হয়। এর জেরে ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে সৌদি আরব। সাত বছরের মাথায় দুই দেশ সম্পর্ক জোড়া লাগাতে সম্মত হয়।

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান।

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি ও সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ চিনের মধ্যস্থতায় গত ১০ মার্চ এই চুক্তি করে সৌদি ও ইরান। চুক্তির আগে দেশ দুটি ইরাক ও ওমানে কয়েক দফা



সৌদির বাদশাহ সালমান ও ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। ফটো : রয়টার্স

সংলাপ করে। সোমবার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি বলেন, সৌদির বাদশাহকে তেহরান সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি।

আর ইরানের প্রেসিডেন্ট রাইসি আগেই সৌদি সফরের আমন্ত্রণ পেয়েছেন বলে জানান নাসের।

ইরান ও সৌদির মধ্যকার চুক্তি অনুযায়ী, আগামী ৯ মের মধ্যে দেশ দুটি পারস্পরিক কূটনৈতিক মিশন আবার চালু করার বিষয়ে নাসের আশা প্রকাশ করেন।

সোমবার সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে নাসের বলেন, ইরানি

মুসল্লিরা যাতে এবারের পবিত্র হজে অংশ নিতে পারেন, সে জন্য উভয় দেশ সময়মতো দূতাবাসগুলো সক্রিয় করার ওপর জোর দিচ্ছে।

মিশন আবার চালুর প্রক্রিয়া শুরুর জন্য সম্প্রতি উভয় দেশের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দূতাবাস ও কনসুলেট পরিদর্শন করেছেন।

সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬ এপ্রিল ইরান ও সৌদির পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বেইজিংয়ে বৈঠক করেন।

দূতাবাস পুনরায় চালুর আগে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আবার বৈঠক করবেন বলে জানান ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের।

ওয়াশিংটন, ১৮ এপ্রিল : আফ্রিকার দেশ সুদানে সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে তিন দিন ধরে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে। এ থেকে বাদ যায়নি বিদেশি কূটনীতিকেরাও। দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকদের একটি গািবহর লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিন্কেন এ তথ্য জানিয়েছেন। ধনী দেশগুলোর জেট জি–৭–এর বৈঠকে অংশ নিতে এখন জাপানে রয়েছেন ব্লিন্কেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ব্লিন্কেন বলেন, সুদানে সংঘটিত ঘটনাটি ছিল বেপরোয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অবশ্যই অনিরাপদ। ব্লিন্কেন আরও জানান, সোমবারের এই গুলির

ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। সুদানের রাজধানী খার্তুমে বিমানবন্দরের কাছে ভবনগুলোর ওপর দিয়ে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়

এর আগে সুদানের রাজধানী খার্তুমে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিক আইদেন ও’হারা লাল্হিত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে এই কূটনীতিক গুরুতর আঘাত পাননি বলে নিশ্চিত করেন আয়ারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিখায়েল মার্টিন।

এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সুদানে জরুরি ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন ব্লিন্কেন। এ জন্য তিনি দেশটিতে বিবদমান দুই জেনারেলের সঙ্গেও কথা বলেছেন।

পরে টুইট বার্তায় ব্লিন্কেন বলেন, সুদানে ইতিমধ্যে অনেক বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। দেশটিতে অবস্থানরত কূটনৈতিক ও সাহায্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি।

সংগ্লিষ্ট পক্ষগুলোর প্রতি অবিলম্বে বৈরিতা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সোমবার বলেছেন, আরও সংঘাত সুদান ও অঞ্চলটির জন্য ধ্বংসাত্মক হতে পারে। সুদানের সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাতাহ আল–বুরহান। রাজধানী খার্তুম সোমবারও বোমাবর্ষণ, বিস্ফোরণ ও যুদ্ধবিমানের হামলায় কঁপে ওঠে।

মূলত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছে সুদানে। এই দ্বন্দ্ব থেকে শুরুতে উত্তেজনা, পরে তা গত শনিবার

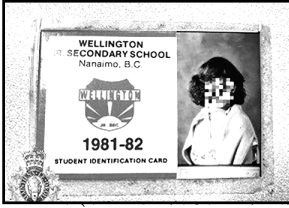
সংঘাতে রূপ নেয়। চলমান সংঘাতের এক পক্ষে রয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাতাহ আল–বুরহান। অপর পক্ষে আছেন আরএসএফের প্রধান সাবেক মিলিশিয়া নেতা জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালো ওরফে হেমেদতি। এই দুই জেনারেল ২০২১ সালে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সুদানের ক্ষমতা দখল করেছিলেন।

সুদানে রাষ্ট্রসংঘ মিশনের প্রধান ভলকার পার্থেস সোমবার নিরাপত্তা পরিষদকে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে জানিয়েছেন, উত্তর আফ্রিকার দেশটিতে কমপক্ষে ১৮৫ জন নিহত হয়েছেন। আর আহত হয়েছেন ১ হাজার ৮০০ জন। রাজধানী খার্তুমের যে লড়াই, তা নজিরবিহীন। এ লড়াই দীর্ঘায়িত হতে পারে।

চুরি হওয়া পরিচয়পত্র পেলেন ৪১ বছর পর

ওটাওয়া, ১৮ এপ্রিল : একজন মানুষকে যেসব বিষয় স্মৃতিকাতর করে, তার মধ্যে বিদ্যালয়জীবন অন্যতম। কেউ যদি তাঁর বিদ্যালয়ের হারিয়ে যাওয়া পরিচয়পত্র ফেরত পান চার দশক পর, তাহলে? বলার অপেক্ষা রাখে না, মানুষটি কতটা স্মৃতিকাতর হতে পারেন একই সঙ্গে খুশি হতে পারেন তিনি।

এমন এক ঘটনাই ঘটেছে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের নানেইমো শহরে। গত ২৭ মার্চ সেখানকার এক বাসিন্দা বেড়া দিতে গিয়ে তাঁর উঠানে



স্টুডেন্ট আইডি কার্ড।ফটো : আরসিএমপির ওয়েবসাইট থেকে

মাটিচাপা দেওয়া একটি হাতব্যাগ পান। প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া ওই ব্যাগের মধ্যে পাওয়া যায় এক ছাত্রীর আইডি কার্ড। এতে ওই ছাত্রীর ও বিদ্যালয়ের নাম এবং ১৯৮১–৮২ শিক্ষাবর্ষ উল্লেখ

রয়েছে।

রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ (আরসিএমপি) গত বৃহস্পতিবার তাঁদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, ওই ছাত্রীর নাম লরি। যে বাড়ির বাড়ির আঙিনায় ব্যাগটি পাওয়া গিয়েছিল, তিনিই বিষয়টি তাদের জানান। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে লরিকে খুঁজে বের করা হয়।

লরি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি উল্লেখ করে আরসিএমপি জানায়, পরে তাদের পক্ষ থেকে তাঁকে আইডি কার্ডের ছবি ই–মেইল করা হলে তিনি প্রথমে খুবই অবাক হন,

পরে খুশিতে ফেটে পড়েন। লরি জানিয়েছেন, এত দিনে তিনি হাতব্যাগ চুরির বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, চোর সেটি কোনো জলাশয়ে ফেলে দিয়েছে। ১৯৮১–৮২ সালে লরি যে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়তেন, সেটির নাম ছিল ওয়েলিংটন জুনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল। পরে এটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে, বর্তমান নাম ওয়েলিংটন হাইস্কুল।

লরি জানিয়েছেন, আইডি কার্ডটি পাওয়ার পর এখন তাঁর খুব করে বিদ্যালয়ের দিনগুলোর

কথা মনে পড়ছে। বিশেষ করে তাঁর এক সহপাঠী তেরেসার কথা।

কার্ড ফিরে পাওয়ার বিষয়টি লরি তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু তেরেসাকে ফোনে জানাতেও ভুল করেননি।

এরপর দুজন বিদ্যালয়জীবনের স্মৃতির ঝাঁপ খুলে বসেন। কিছু সময়ের জন্য তাঁরা ফিরে যান আশির দশকের বিদ্যালয়জীবনে।

চলতি মাসের প্রথম দিকে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিচয়পত্রটি লরির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ম্যাক্সওয়েলরা টিকে থাকলে ম্যাচ হেরে যেতাম ঃ ধোনি

চেন্নাই, ১৮ এপ্রিল ঃ ম্যাক্সওয়েল-ডু’প্লেসি টিকে থাকলে ১৮ ওভারেই ম্যাচ শেষ করে দিত, চেন্নাই স্কোরবোর্ডে ২২৬ রান তুললেও ভয় ঢুকে গিয়েছিল ক্যাপ্টেন মহেন্দ্র ধোনি মনে। ম্যাচের শেষে সেটা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করলেন না চেন্নাই দলনায়ক।

জয়ের জন্য ২২৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা সামনে নিয়ে ব্যাট করতে নেমে আরসিবি মাত্র ১৫ রানে ২ উইকেট হারিয়ে বসে। বিরাট কোহলির মতো ফর্মে থাকা ব্যাটসম্যান শুরুতেই সাজঘরে ফেরায় ব্যাঙ্গালোরের রান তড়া হৌচট খাবে বলে মনে করা হচ্ছিল। তবে বাস্তবে ঘটে টিক তার উলটো ঘটনা। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে

সঙ্গে নিয়ে ফ্যাফ ডু’প্লেসি ঝড়ের গতিতে রান তুলতে থাকেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ১০.১ ওভার ব্যাট করে ১২৬ রান যোগ করেন ফ্যাফ ও ম্যাক্সওয়েল। শেষে গ্লেন ৬টি চার ও ৮টি ছক্কার সাহায্যে ৩৬ বলে ৭৬ রান করে মাঠ ছাড়েন। ডু’প্লেসি আউট হন ৫টি চার ও ৪টি ছক্কার সাহায্যে ৩৩ বলে ৬২ রান করে। এটা ঠিক যে, দুই ব্যাটসম্যানেরই ক্যাচ ফেলেন চেন্নাইয়ের ফিল্ডাররা। দুই আরসিবি তারকা সাজঘরে ফিরতে সন্ত্রির নিঃশ্বাস ফেলে চেন্নাই। শেষমেশ ৮ রানের সংক্ষিপ্ত ব্যবধানে ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়ে সুপার কিংস।

ম্যাচের শেষে পুরস্কার বিতরণী

অনুষ্ঠানে ধোনি বলেন, যখন আপনি স্কোরবোর্ডে ২২০ রান তোলেন, ব্যাটসম্যানদের ক্রমাগত শট নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। মাঝের কয়েক ওভারে অনেক কিছু নির্ভর করে। যদি ফ্যাফ ও ম্যাক্সওয়েল টিকে থাকত, তবে ওরা হয়ত ১৮ বা ১৮.৫ ওভারে ম্যাচ জিতে যেত। ধোনি স্পষ্ট জানান যে, এমন পরিস্থিতিতে তাঁর কাজ হয় যথাযথ ফিল্ডিং সাজিয়ে বোলারদের সাহায্য করা বা প্রয়োজন মতো বোলিং পরিবর্তন ও বোলারদের যথাযথ পরামর্শ দেওয়া। ধোনি এটা স্বীকার করে নেন যে, কিপিং করার সুবাদে তিনি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করতে পারেন বলের নড়াচড়া। তাই সেই মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয় তাঁর।

আইপিএলে ছেলের অভিষেক নিয়ে মুখ খুললেন শচীন

মুম্বাই, ১৮ এপ্রিল ঃ ২০২১ সাল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে যুক্ত। তবে গ্র্যান্ডসাইজির জার্সি গায়ে চাপিয়ে ম্যাচে নামার সুযোগ হল তৃতীয় মরশুমে। স্বপ্নপূরণ হল অর্জুন তেঙুলকরের। একই সঙ্গে তিনি স্বপ্নপূরণ করলেন তাঁর বাবা ও পরিবারের। শচীন তেঙুলকরের জন্যও এ মুহূর্ত অত্যন্ত আবেগঘন। তাঁর টুইট্টেই তা স্পষ্ট।

কেকেআরের বিরুদ্ধে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন দলের হয়ে দু’ওভার বল করেন অর্জুন। ম্যাচ শেষে শচীন ছেলের উদ্দেশ্যে টুইট্টারে লেখেন, অর্জুন, ক্রিকেটার হিসেবে তুমি আজ আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করলো। তোমার বাবা হিসেবে আশা করি, ক্রিকেটকে তার যথাযোগ্য সম্মান তুমি দেবে। তবেই ক্রিকেট তোমায় তা ফিরিয়ে দেবে। এই উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ। আমি নিশ্চিত আগামী দিনেও করবে। একটা সুন্দর সফরের সূচনা ঘটল। অনেক শুভেচ্ছা রইল তোমার জন্য। শচীন আরও জানান, এটা তাঁর কাছে একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। কারণ এর আগে কখনও অর্জুনের খেলা দেখেননি তিনি। মাস্টার ব্লাস্টার বলেন, আমি ড্রেসিংরুমেই ছিলাম। চাইনি যে ওর মনোসংযোগে ব্যাখাত ঘটুক। তাই বা ত্কিনেই ওর খেলা দেখছিলাম। তারপর মনে হল, সত্যিই শেষমেশ ওর খেলা দেখছি! আবেগঘন শচীন জানান, ২০০৮ সালে প্রথমবার তিনি এই দলের হয়ে খেলেছিলেন। আর একই দলের হয়ে প্রায় ১৫ বছর পর খেলছে ছেলে। এমন অনুভূতি যেন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অর্জুনের অভিষেকে উচ্ছ্বসিত শাহরুখ খানও। মুম্বাইয়ের কাছে তাঁর দল পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু তাতে কী? বন্ধু শচীনের ছেলেকে প্রথমবার আইপিএলে খেলতে দেখে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি বলিউড বাদশাও। আগামী দিনের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছাও জানান শাহরুখ।

নিয়মভঙ্গের অভিযোগে জরিমানা বিরাটের

চেন্নাই, ১৮ এপ্রিল ঃ চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের পরের দিনই শাস্তির মুখে পালেন বিরাট কোহলি। সোমবারের ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লাই করে হারে আরসিবি। তবে এই ম্যাচে একেবারে ব্যর্থ হন বিরাট কোহলি। পরের দিনই জানা যায়, খেলার নিয়মভঙ্গের অভিযোগে জরিমানা হয়েছে তাঁর। সোমবার চিন্নাইয়ের স্টেডিয়ামে দাপট দেখিয়েছেন দুই দলের ব্যাটাররা। টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামে চেন্নাই সুপার কিংস। মাত্র ৪৫ বলে ৮৩ রানের ইনিংস খেলেন দলের ওপেনার ডেভন কনওয়ায়ে। তারপর ঝোড়ো হাফসেঞ্চুরি করেন শিবম দুবেও। মাত্র ২৭ বলে ৫২ রান করেন তিনি। দুই ব্যাটারের দাপটে ২০ ওভারের শেষে ২২৬ রান তোলে



মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। জবাবে ২১৮ রানে শেষ হয়ে যায় আরসিবি ইনিংস।

রান তড়া করতে নেমে প্রথম

ওভারেই আউট হয়ে যান কোহলি। বাঁহাতি পেসার আকাশ সিংয়ের বল মিস করেন। সেই বল গড়িয়ে অফস্টাম্পের বেল ফেলে দেয়।

ম্যাচে খারাপ পারফরম্যান্সের পরের দিনই জরিমানার খাঁড়া নেমে এল কোহলির উপরে। আইপিএলের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, আরসিবি ব্যাটার বিরাট কোহলির ম্যাচ ফি’র ১০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। ম্যাচ চলাকালীন আচরণবিধি ভঙ্গ করেছেন বিরাট, সেই কারণেই তারকা ক্রিকেটারকে জরিমানা করা হয়েছে। যদিও আইপিএলের তরফে জানানো হয়নি, ঠিক কী কারণের জন্য শাস্তি পেয়েছেন বিরাট। তবে অনুমান করা যাচ্ছে, দুরন্ত ইনিংস খেলার পরে শিবম দুবে যখন আউট হয়েছেন সেই সময় অত্যধিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন বিরাট। হয়তো সেই কারণেই জরিমানা করা হয়েছে তাঁকে।

সাজঘরে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে ক্রিকেটারদের চাঙ্গা করলেন সৌরভ

নয়াদিল্লি, ১৮ এপ্রিল ঃ টানা পাঁচ ম্যাচ হেরে দিল্লির আইপিএল অভিযান এমনিতেই নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। আর একটি ম্যাচ হারলেই আইপিএল থেকে বিদায় হয়ে যাবে। দলের মালিকরাও কোচিং স্টাফ ছেঁটে ফেলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে দলের ক্রিকেট ডিরেক্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে দিল্লি কাপিটালস। বেঙ্গালুরুর কাছে হারের পরে সাজঘরে সৌরভকে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে শোনা গিয়েছে। ভিডিওয় সৌরভ বলেছেন, এই হার যত দ্রুত সম্ভব পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। অধিনায়কের পাশে থাকো, একে অপরের পাশে দাঁড়াও। পরের ম্যাচে তরতাজা হয়ে নামব আমরা। এর থেকে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। শুধু ভাল হতে পারে। এখনও ৯টা ম্যাচ বাকি। আমরা বাকি ৯টা ম্যাচের সবক’টাই জিততে পারি।



প্লে-অফে যোগ্যতা অর্জনের ব্যাপারেও ক্রিকেটারদের ভাবনাচিন্তা করতে বাধন করে দিয়েছেন সৌরভ। তাঁর কথায়, আমরা যোগ্যতা অর্জন করি বা না করি, তাতে কিছু যায় আসে না। এই পরিস্থিতিতে সেটা মাথায় রাখার দরকারও নেই। দলের

কী চাই সেটা নিয়েই ভাবা দরকার। নিজেদের জন্য, নিজেদের গর্বের জন্য খেলো। দেখো কী হয়। মাঠে আমরা যা খেলছি তার থেকে অনেক ভাল। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য শ্রেফ একটি ম্যাচ দরকার। সেটাই করতে হবে। ডেভিডের পাশে থাকো।

মহামেডানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের!

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ এ বার বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াল মহামেডান স্পোর্টিং। অশান্তি এতটাই বেড়েছে যে সাদা-কালোর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পথে বিনিয়োগকারী বাস্তবায়ন। সূত্রের খবর, মহামেডানকে আলাদা হওয়ার চিঠিও পাঠিয়ে দিয়েছে বিনিয়োগকারী সংস্থার ডিরেক্টর দীপক কুমার সিং।

কয়েক বছর আগে বেশ ঢাকঢোল পিটিয়েই মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল বাস্তবায়ন। নতুন বিনিয়োগকারী আসার পর কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় সাদা-কালো ব্রিগেড। তিন দশকেরও বেশি সময় পর এই সাফল্য পায় মহামেডান। ডুরান্ড কাপেও ভালো খেলে তারা। আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জায়গাতেও একটা সময় পৌঁছে গিয়েছিল মহামেডান। তবে গত মরশুমে ফের হতাশ করেন সাদা-কালো ব্রিগেড। আই লিগে অত্যন্ত খারাপ পারফরম্যান্স করে তারা। ডুরান্ডেও হতাশ করে। এর মাঝেই নানা বিতর্ক, কোচ ছাঁটাই- এ সব তো লেগেই ছিল। আর এ বার বিনিয়োগকারীও সরে দাঁড়াতে চাইছে।

মহামেডানের সঙ্গে বিচ্ছেদ করার জন্য যে চিঠি পাঠিয়েছেন বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তা দীপক কুমার সিং, তাতে নাকি তিনি লিখেছেন, ‘তিন বছর ধরে মহামেডানের সঙ্গে আমরা যুক্ত। মহামেডানে সাফল্য আনতে আমরা যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেছি। প্রত্যেক বছর ৭ থেকে ৮ কোটি টাকা খরচ করেছি। ক্লাবের সাফল্য আনতে কোথাও পিছুপা হইনি। অথচ ক্লাবের থেকে আমরা কোনও পর্যাপ্ত সাহায্য বা সমর্থন পাইনি। ক্লাব আমাদের যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পূরণে ব্যর্থ। এমন কী ক্লাব যে আর্থিক সহযোগিতা করেছে তা দেখে আমরা মোটেও খুশি নই। যুব দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও আমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থায় আমাদের পরক্ষে ক্লাব চালানো বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে একটাই পথ, আমাদের সরে যেতে হবে। সামনের মরশুমে আমরা আর ক্লাবে বিনিয়োগ করতে পারব না। এই মরশুমের যাবতীয় দায়িত্ব সারার পরেই আমরা সরে যাব। তবে এই চিঠিতে বিনিয়োগতাকারী সংস্থার কর্তার অসহযোগিতার অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন ক্লাব সচিব ইন্ডিয়াক আহমেদ রাজু। তিনি বলেন, পুরোটাই গুজব। অভ্যন্তরীণ সমস্যা যা আছে, তা আমরা মিটিয়ে নেব।

আইজলের সঙ্গে ড্র করে সুপার কাপ থেকে বিদায় ইস্টবেঙ্গলের আমাদের ভুলে ফের জয় হাতছাড়া, কনস্ট্যানটাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গোটা একটা মরশুম কেটে গেলেও একাধিক গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরও গোলে মণিপুরের দলটি, সেখানে ন’টি খোঁয়ে জয় হাতছাড়া করার পুরনো রোগ সারল না ইস্টবেঙ্গল এফসি-র। হিরো সুপার কাপের গ্রুপ পর্বে প্রথম দুই ম্যাচের মতো তৃতীয় ম্যাচেও একই ভাবে দু’গোলে এগিয়ে থেকেও ২-২ ড্র করে মাঠ ছাড়ল তারা। ফলে গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নিতে হল তাদের। মূলত অনভিজ্ঞ ফুটবলারদের নিয়ে গড়া আইজল এফসি জোড়া গোল খাওয়ার পরেও এ দিন যে ভাবে ঘুরে দাঁড়াল, তার প্রশংসা করতেই হয়। আইজল এফসি অবশ্য আগেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে। তবে সোমবার মাজেরির পাইয়ানাড স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তাদের পারফরম্যান্স প্রশংসা দাবি করতেই পারে। ২২ মিনিটের মধ্যে লাল-হলুদ বাহিনী দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরে ৪২ ও ৪৮ মিনিটের মাথায় পরপর দু’গোল করে সমতা আনে আইজল। কলকাতার দলকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ম্যাচটি জিততেও পারত তারা। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের সৌভাগ্য যে, সেই অসম্মানের হাত থেকে র্তেয়ে যায় তারা।

এ দিন বল পজেশনে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে (৫২-৪৮) থাকলেও ১৬টি শটের মধ্যে যেখানে সাতটি গোলে রাখে মণিপুরের দলটি, সেখানে ন’টি শটের মধ্যে মাত্র তিনটি গোলমুখী ছিল ইস্টবেঙ্গলের। সারা ম্যাচে একটিও কর্নার আদায় করতে পারেনি তারা। কিন্তু আইজল তিনটি কর্নার পেয়েছে। শুরুর দিকে আইজল এফসি ইস্টবেঙ্গল রক্ষণকে কিছুটা ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করলেও ইস্টবেঙ্গল এফসি যখন ছন্দে ফিরে আসে এবং পাল্টা আক্রমণ শুরু করে, তখন তারা বেশ চাপে পড়ে যায়। ১৭ মিনিটের মাথায় নাওরেম মহেশ সিং ও ২২ মিনিটের মাথায় সুমিত পাসির গোলে তারা আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। মাঝমাঠ থেকে আলেক্স লিমার বাড়ানো বল নিয়ে বাঁ দিক বরাবর উঠে বস্কে ঢুকে সুমিত পাসির উদ্দেশ্যে ক্রস দেন নাওরেম, যা আইজলের মিডফিল্ডার আকিতোর গায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায় (১-০)। এর পাঁচ মিনিট পরেই ডানদিক দিয়ে ওঠা ভিপি সুহেরের উড়ন্ত ক্রসে হেড করে দ্বিতীয় গোল করেন সুমিত পাসি (২-০), যিনি এ দিন জেক জার্ডিসের জায়গায় প্রথম এগারোয় আসেন। এই জোড়া গোলের পর থেকেই ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা



আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠেন এবং আক্রমণের মাত্রাও বাড়তে থাকে তারা। তবে আইজল এফসি যে একেবারে দমে যায়, তা একেবারেই নয়। তারাও পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করতে থাকে। ৩১ মিনিটের মাথায় আইজলের ফরোয়ার্ড ডেভিড প্রতিপক্ষের বস্কে ঢুকে গোলে শটও নেন। কিন্তু তা বাঁপিয়ে পড়ে আটকে দেন গোলকিপার কমলজি। একাধিক চেষ্টার পর তাদের প্রথম সাফল্য আসে ৪২ মিনিটের মাথায়। বস্কের মধ্যে থেকে নেওয়া রুম্যতিয়ার শট কমলজিকে পরাস্ত করে সোজা গোলে ঢুকে যায়। তার আগে আকিতো বস্কে ঢুকে গোলের চেষ্টা করলেও লাল-হলুদ

গোলকিপার সেই চেষ্টা বানচাল করেন, কিন্তু বল দখলে আনতে পারেননি, ছিটকে আসে ডেভিডের কাছে। তিনি স্কোয়ার পাস করেন রুম্যতিয়াকে এবং তাঁর জোরালো শট জালে জড়িয়ে যায় (২-১)। এই গোলের আগেই ব্যবধান বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ পান ক্রেন্টন সিলভা। বাঁ দিক থেকে তুহীন দাসের মাথা ক্রসে গোলের উদ্দেশ্যে হেড করেন তিনি। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হন। একেই সুযোগ নষ্ট। তার ওপর গোলও যায় তারা। বিরতিতেই দুশ্চিন্তা নিয়ে ড্রেসিংরুমে ফেরেন সিস্টফেন কনস্ট্যানটাইন। কারণ, প্রথমার্ধে বল দখলের লড়াই (৫৩-৪৭), গোলে শট (৩-২)

সব দিক থেকেই এগিয়ে ছিল আইজল। তাঁর দুশ্চিন্তা যে অমূলক নয়, তা দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বোঝা যায়, যখন আইজলের স্ট্রাইকার ডেভিড অনবদ্য দূরপাল্লার শটে গোল করে দলকে সমতা এনে দেন। একটি বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে কমলজি গোল ছেড়ে অনেকটা এগিয়ে এসে যে ভুল করেন, তারই মাশুল দিতে হয় তাঁকে। ক্লিয়ার হওয়া বল পেয়ে কিছুটা এগিয়ে এসে প্রায় ৩৫ পজ দূর থেকে যখন গোলে শট নেন, তখনও নিজের জায়গায় ফিরে যেতে পারেননি ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার (২-২)। অনেকটা লাক্ষিয়ে বল আটকানোর চেষ্টা করেও পারেননি তিনি। এই সময়ে নিজেদের গোল এরিয়ায় ইস্টবেঙ্গলের একাধিক ডিফেন্ডার থাকা উচিত ছিল। কিন্তু একজনও ছিলেন না। শুধু সমতা আনা নয় এগিয়ে যাওয়ারও সুযোগ পায় আইজল এফসি। ৫৮ মিনিটের মাথায় সার্থকের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে ডেভিড ডান দিক থেকে যে ক্রস দেন, তা গোলে শট নেন আমাউইয়া। কমলজি তা আটকালেও বল ফিরে আসে ডেভিডের পায়ে। কিন্তু তিনি অফ সাইডে থাকায় বিপদ থেকে মুক্তি পায় ইস্টবেঙ্গল। ৭৫ মিনিটের মাথায় ফের গোলের ভাল সুযোগ

পায় আইজল এফসি। ডানদিক দিয়ে ওঠা সাইলো বস্কের মধ্যে ঢুকে গোলে শট নিলে তা কমলজির হাতে লেগে গোলের সামনে ডেভিডের পায়ে লেগে জালে জড়িয়ে গোলেও অফ সাইডের পতাকা তুলে দেন সহকারী রেফারি। তৃতীয় গোল পাওয়ার উদ্দেশ্যে সুহেরকে তুলে হীমাংশ জাঙরাকে নামান কনস্ট্যানটাইন। ৭১ মিনিটের মাথায় লিমাকে তুলে নামানো হয় জর্ডন ও’ডোহার্টিকেও। কিন্তু কেউই কোনও গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেননি। বরং ম্যাচের শেষ দিকে একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করে নেয় আইজল। স্টপেজ টাইমে ডানদিকের উইং থেকে সোজা গোলের উদ্দেশ্যে আমাউইয়ার মাথা ভলি কোনও রকমে বাঁচান কমলজি। না হলে এই ম্যাচে হারতেও পারত ইস্টবেঙ্গল এফসি। ম্যাচের পর হতাশ লাল-হলুদ কোচ সিস্টফেন কনস্ট্যানটাইন চিঠি সাক্ষাৎকারে বলেন, ফের একই ভুল হল আমাদের। আমরা ওপেন শত্রু করতে পারিনি। আবার বাজে, অনর্থক গোল খেয়েছি আমরা। যে খেলোয়াড়ের যেখানে যখন থাকার কথা ছিল, তখন সেখানে থাকতে পারিনি তারা। নিজেদের ভুলে ফের জয় হাতছাড়া হল আমাদের।